রমজানে একাধিকবার উমরাহ নিষিদ্ধ করল সৌদি আরব
সারে-জমিন

নিম্নমানের সামগ্রী, রাস্তার কাজ বন্ধ করল স্থানীয়রা
রূপসী বাংলা

ভারতের গণতন্ত্র কঠিন পরীক্ষার মুখে
সম্পাদকীয়

কালিয়াচক চষে বেড়ালেন তৃণমূল প্রার্থী শাহনওয়াজ
সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
১৯ মার্চ, ২০২৪
৫ চৈত্র ১৪৩০
৮ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলকে পাঁচ গোল জুনিয়র মোহনবাগানের
খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 77 ■ Daily APONZONE ■ 19 March 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

গার্ডেনরিচে বহুতল ভেঙে মৃত ৯

মধ্যরাতেই হাজির ফিরহাদ, ঘটনাস্থল ঘুরে পদক্ষেপের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

আপনজন ডেস্ক: কলকাতার গার্ডেনরিচ এলাকায় একটি নির্মীয়মাণ পাঁচতলা ভবন ধসে দুই মহিলাসহ অন্তত ৯জন নিহত হয়েছেন। বহুতল ধসের ১৬ ঘন্টা পর ধ্বংসস্তূপের নিচে কয়েকজনকে আটকা পড়ে থাকতে দেখা যাওয়ায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন উদ্ধার অভিযানে নিয়োজিত ফায়ার সার্ভিসের এক কর্মকর্তা।

কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, যেখানে অবৈধভাবে ভবন নির্মাণ করা হচ্ছিল, সেখানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার অভিযান চালানো হয়েছে।

এই ভববনের প্রমোটার মোহাম্মদ ওয়াসিমকে গ্রেপ্তার করা হলেও মেয়র বলেন, আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শহরের পশ্চিম প্রান্তে আজান মোল্লা লেনে ভবন ধসে পড়ার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং স্থানীয়দের অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

হাকিম বলেন, ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মধ্যরাতের দিকে নির্মাণাধীন পাঁচতলা ভবনটি ধসে পড়ে।

এনডিআরএফ, রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা দলের কর্মীরাও একযোগে কাজ করছেন বলে জানিয়েছেন দমকল বাহিনীর এক আধিকারিক। তিনি বলেন, আমরা গ্যাস কাটার এবং অন্যান্য সরঞ্জাম ব্যবহার করছি ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করতে এবং যারা নীচে আটকে পড়েছে তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য। তিনি বলেন, ধ্বংসস্তূপের ব্যাপক স্তূপের কারণে উদ্ধারকর্মীরা আটকে পড়াদের কাছে পৌঁছাতে হিমশিম খাচ্ছেন। তিনি বলেন, আমরা ভবন ধসে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরি করেছি। এর মধ্যে নজন মারা গেছেন এবং দুজন মহিলা। আহত ১৫ জনের মধ্যে ১১ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং চারজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া বলেন, আমরা দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে রয়েছি এবং উদ্ধার কাজ অব্যাহত থাকবে।

তিনি লেখেন, কলকাতা পুরসভার গার্ডেনরিচ এলাকায় নির্মীয়মাণ বহুতলের বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনার খবর শুনে দুঃখ পেয়েছি। আমাদের মেয়র, দমকল সচিব, পুলিশ কমিশনার, পুলিশ, দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা আধিকারিক এবং দল (এনডিআরএফ, কেএমসি এবং কেপি দল সহ) সারা রাত ঘটনাস্থলে রয়েছেন। তিনি বলেন, মৃত ও আহতদের প্রত্যেকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেবে সরকার। রাজ্যের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি এবং আমরা মৃতদের প্রত্যেকের পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা এবং আহতদের প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে দেব।তিনি বলেন, ‘বিরোধীদলীয় নেতারা যারা এ বিষয়ে নানা প্রশ্ন তুলছেন, তাদের জন্য আমি বলব, রাজনীতি করবেন না। আমরা পরে রাজনীতি করতে পারি, কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের আটকে পড়া লোকদের উদ্ধারের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। আমরা আশা করি, এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না। সব প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করতে হবে।

ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়াদের দ্রুত উদ্ধার করা হবে বলে আশা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এটি একটি অবৈধ নির্মাণ। পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।এদিন সকাল ৯টা ১০-এ দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে ঘুরে দেখেন গোটা এলাকা। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন সুজিত বসু, ফিরহাদ হাকিম, মালা রায়রা। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর মমতা বলেন, এটা খুব ঘিঞ্জি এলাকা। মন্ত্রীরা সারা রাত এখানে ছিলেন। প্রোমোটারদের একাংশ বেআইনি ভাবে বাড়ি তৈরি করেন। তার আগে ভাবা দরকার, আশপাশে যাঁরা আছেন, তাঁদের যাতে ক্ষতি না হয়। আমি শুনলাম, প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে এই বহুতলটি তৈরি করা হয়নি। এখন রমজান মাস চলছে। সকলে উপোস করে থাকেন। তা-ও সারা রাত এলাকার মানুষ উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতর, দমকল, পুলিশ, কাউন্সিলর সারা রাত ধরে কাজ করেছেন।’

মমতা আরও বলেন, ‘এমন দুর্ঘটনায় আমরা মর্মাহত। দু’জন মারা গিয়েছেন। পাঁচ-ছ’জন এখনও আটকে। এক জনের পা আটকে। তবে তিনি বেঁচে আছেন। উদ্ধারকারীদের ভিতরে ঢুকতে সময় লেগেছে। এখন সকলে ঢুকে গেছেন। শোকস্তব্ধ পরিবারের কাছে আমি দুঃখপ্রকাশ করছি। যাঁরা বেআইনি কাজ করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। পরিবারের পাশে সরকার দাঁড়াবে। যাদের বাড়ি ভেঙেছে, তৈরি করে দিতে বলব। এরপর সংকীর্ণ রাস্তা দিয়েই তিনি চলে যান হাসপাতালে। হাসপাতালে আহতদের দেখতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রশাসনকে অনুরোধ করব, যারা এই অবৈধ নির্মাণের সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে যাতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিজের বাড়িতে পড়ে গিয়ে আহত হওয়ার পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এটি প্রথম জনসমক্ষে উপস্থিতি। তার কপালে সেলাইও দেওয়া হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার সকালে ব্যান্ডেজ করা কপাল নিয়ে ভবন ধসের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

তিনি বলেন, অবৈধ নির্মাণ চলার সময় কর্তৃপক্ষের আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

এলাকায় বেআইনি নির্মাণের কথা স্বীকার করে ফিরহাদ হাকিম বলেন, বামফ্রন্টের আমল থেকেই এখানে তো বটেই, আরও কিছু এলাকায় এই প্রবণতা দেখা দিয়েছে। তিনি আরও স্বীকার করেন, এলাকায় নির্মাণগুলি আইন অনুসারে তৈরি করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য “পুর কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে ত্রুটি” থাকতে পারে। ফিরহাদ বলেন, কলকাতা পুরসভার অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মাণ হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা স্থানীয় কাউন্সিলরের কাজ নয়, পুরসভার আধিকারিকদের কাজ। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং প্রশাসনকে অবৈধ নির্মাণের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে আছে। রাজ্যের দমকল ও জরুরি পরিষেবা মন্ত্রী সুজিত বসু জানিয়েছেন, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার কাজ চলছে এবং ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়াদের শীঘ্রই বের করে আনা হবে।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে উদ্ধারকাজ খতিয়ে দেখেন।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ভবনটি ধসে পড়ার আগে সেখান থেকে কংক্রিটের টুকরো পড়ে যায়। ভবনটি ধসে পড়ার সাথে সাথে একটি বিকট শব্দ হয়েছিল এবং ধূলিকণার ঘন মেঘ অঞ্চলটিকে ঘিরে ফেলেছিল। ধ্বংসাবশেষ ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় আশপাশের ঝুপড়িতে পড়ে।

প্রথম নজর

কমিশনের নির্দেশ মেনে রাজ্য পুলিশের নয়া ডিজিপি বিবেক সহায়

আপনজন ডেস্ক: লোকসভা নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন সোমবার গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের স্বরাষ্ট্র সচিবদের অপসারণের নির্দেশ দিয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের ডিজিপি রাজীব কুমারকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে। মিজোরাম ও হিমাচল প্রদেশের জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারিকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময়ও পশ্চিমবঙ্গের ডিজিপিকে বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, কারণ এই অফিসারকে এর আগেও নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন রাজ্যের মুখ্যসচিবকে রাজীব কুমারকে নির্বাচন বহির্ভূত পদে নিয়োগ করতে এবং অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে তাঁর তৎক্ষণাৎ জুনিয়র অফিসারকে ডিজিপি পদে নিয়োগ করতে বলেছে। রাজ্যকে বিকেল ৫টার মধ্যে তিন কর্মকর্তার একটি প্যানেল পাঠাতে বলা হয়েছে, যাদের ডিজিপি পদে নিয়োগ করা হবে। সেইমতোই রাজ্যের তরফে বিবেক সহায়ের সঙ্গেই সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ও রণবীর কুমারের নাম প্রস্তাব করা হয় বলে সূত্রের খবর। এর মধ্যে থেকে বিবেক সহায়কে বেছে নিতে কমিশন বিশেষ কালবিলম্ব করেনি।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সোমবার বিবেক সহায়কে রাজ্যের নতুন ডিজিপি হিসাবে নিয়োগ করেছে।

রাজীব কুমারকে রাজ্য পুলিশের ডিজি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই নিয়োগ করা হয়। ১৯৮৮ ব্যাচের আইপিএস অফিসার সহায় ডিরেক্টর জেনারেল এবং কমান্ড্যান্ট জেনারেল (হোম গার্ডস) ছিলেন।

সূত্রের খবর, গত ডিসেম্বরে রাজ্যের ডিজিপি পদে নিয়োগ পাওয়া রাজীব কুমারকে তথ্য ও প্রযুক্তি দফতরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিবের দায়িত্ব দেওয়অ হয়েছে।

২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে (এডিজি সিকিউরিটি) ছিলেন বিবেক সহায়।

কমিশন সূত্রের খবর, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময়ও রাজীব কুমারকে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সিএএ-র বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে দুশোর বেশি মামলা দায়ের

আপনজন ডেস্ক: কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) কার্যকর করেছে। এই আইনটি ২০১৯ সালে পাস হয়েছিল। গত ১১ মার্চ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এটি বাস্তবায়নের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। তবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই আইনের বিরোধিতা করা হচ্ছে। বিরোধীদের দাবি, ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়া ভারতীয় সংবিধানের পরিপন্থী। এই আইন ধর্মের উপর ভিত্তি করে। তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে ২০০টিরও বেশি পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। কেরালা এআইএমআইএম প্রধান এবং হায়দরাবাদের সংসদ সদস্য আসাদউদ্দিন ওয়াইসি, ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগ, কেরালা সরকারও সিএএ-র বিরুদ্ধে একটি পিটিশন দায়ের করেছে।

আদালতে একটি পিটিশন দাখিল করেএআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি অবিলম্বে সিএএ বাস্তবায়নে নিষেধাজ্ঞার দাবি করেছেন। ওয়াইসি বলেছেন, মুলতুবি প্রক্রিয়াকরণ, নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫-এর ধারা ৬বি-এর অধীনে নাগরিকত্ব চাওয়ার যে কোনও আবেদন সরকার দ্বারা বিবেচনা করা বা প্রক্রিয়া করা উচিত নয়। আসাদউদ্দিন ওয়াইসির আইনজীবী অ্যাডভোকেট নিজাম পাশা বলেন, ২০১৯ সালে যখন এই সংশোধনী আইন সংসদে পাস হয়েছিল, তখন তিনি একটি পিটিশন দায়ের করেছিলেন। এই পিটিশনে আর্টিকেল ২১ এবং আর্টিকেল ২৫-এর অধীনে সিএএ-র সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। সেই সময়ে, অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতের অনুরোধ নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের আইনজীবীরা বলেছিলেন, আইনটি অবিলম্বে কার্যকর করার তাদের কোন ইচ্ছা নেই।তিনি আরও বলেন, এখন, প্রায় পাঁচ বছর পর, কেন্দ্রীয় সরকার আইনটি কার্যকর করার জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, তাই, আমরা আইনটির প্রয়োগ স্থগিত করার জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন আবেদন করছি। সুপ্রিম কোর্ট ১৯ মার্চ সিএএ-র বিরুদ্ধে দায়ের করা আবেদনের শুনানি করতে সম্মত হয়েছে।

প্রথম নজর

মথুরাপুরে ২০০ কর্মীর তৃণমূলে যোগ

নকীব উদ্দিন গাজী ● মথুরাপুর

আপনজন: মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের কংগ্রেসের প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায়,মন্দির বাজার বিধানসভার লক্ষীনারায়নপুর দক্ষিণ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে ঘোড়াদল বাজারে নির্বাচনী জনসভার আয়োজন করে তৃণমূল কংগ্রেস। মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের পার্থি বাপি হালদারের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা হয়। এই জনসভায় বাপি হালদারের হাত ধরে লক্ষ্মীনারায়ণপুর দক্ষিণ অঞ্চলে নির্দলের প্রধান খয়রন লস্কর ও যুব বিজেপির মিডিয়া ইনচার্জ বাপ্পা রুইদাস এবং আইএসএফ মিলিয়ে প্রায় ২০০ জন কর্মী তৃণমূলে যোগ দেন। এই জনসভায় বাপি হালদার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্দির বাজার বিধানসভার বিধায়ক জয়দেব হালদার সহ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।

বিজেপি মোর্চার নেতার মৃত্যুতে চাঞ্চল্য

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বিজেপির তপশিলি মোর্চার মন্ডল সভাপতি মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য বোলপুরে। রবিবার রাত্রে শান্তিনিকেতন থানার মহিষাঢাল প্রান্তিক আমোদপুর রাস্তার উপর পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় বিজেপি নেতা তন্ময় দাসের। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। তন্ময় দাস শান্তিনিকেতন থানার আলবাঁধা সর্পলহনার রতনপুর গ্রামের বাসিন্দা। নানুর ৫ নম্বর মন্ডলের তপশিলি মোর্চার সভাপতি। বিজেপির অভিযোগ, রবিবার রাত্রে মিটিং সেরে কীর্ণাহার থেকে বাড়ি ফেরার পথে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। আমরা এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই। যদি ষড়যন্ত্র করে খুন করার ঘটনা ঘটে, তার শাস্তি দাবী করছি। ইতিমধ্যেই বোলপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির নেতা ও বিজেপি বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী প্রিয়া দাস বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পৌঁছায়। পুরো ঘটনায় তদন্তে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ।

তিন বছরে কেন্দ্র কত টাকা দিয়েছ কাগজ দেখাও: অভিষেক

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। অন্যদিকে ভোট যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি। সেই মতো সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে প্রার্থীর হয়ে ভোট প্রচারে আসেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গারামপুরে অভিষেকের সভায় উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র, রায়গঞ্জের প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী, দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা তৃণমূল সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল, যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অম্বরিশ সরকার, রাজ্য তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক গৌতম দাস সহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বরা।
এদিনের সভা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক ইস্যুতে সরব হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত তিন বছরে বাংলাকে জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কত টাকা দিয়েছে সেই সংক্রান্ত তথ্যও প্রকাশ্যে আনার জন্য বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন তিনি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'তিন বছরে বাংলাকে কত পয়সা দিয়েছ, সেই কাগজ দেখাও।' গত বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভাবে পরাজিত হওয়ার পর থেকেই ইচ্ছাকৃত ভাবে বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র সরকার বলে জানান তিনি। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলে বিজেপি সরকারকে শ্বেতপত্র প্রকাশ করার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন তিনি।
এদিন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাট কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারের নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'যাঁকে ভোট দিয়ে জেতালেন, তিনি বলছেন বাংলার টাকা আটকে রাখো। তাঁকে কি ভোট দেবেন?"

নিম্নমানের সামগ্রী, রাস্তার কাজ বন্ধ করল স্থানীয়রা

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে ঢালাই রাস্তার কাজ হওয়ায় রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিল স্থানীয় বাসিন্দারা হরিহরপাড়ায়।
ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার মালোপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শাহাজাদপুর এলাকায়। হরিহরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধানে শাহজাদপুর এলাকায় পথশ্রী প্রকল্পের ঢালায় রাস্তা কালাম শেখের বাড়ি হইতে চোয়া কানা পিনকড়ির বাড়ি পর্যন্ত এক কিলোমিটার ঢালাই রাস্তা ৫৪,৮৪,৪৫৩ টাকা বরাদ্দে ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করছেন রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে বেশ কয়েকদিন আগে কিন্তু রাস্তা শুরুতেই সিডিউল টাঙ্গানো হয়নি, সরকারি যে সিডিউল সেই সিডিউল অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে না, নিম্নমানের বালি পাথর এবং সিমেন্ট দিয়ে ঢালায় রাস্তার কাজ করছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখিয়ে এই কাজ বন্ধ করে দেয়। এই বিষয়ে ঠিকাদার কামাল শেখ বলেন কাজ শুরুই হয়নি অভিযোগের কি আছে।
আর সিডিউল বাড়িতে আছে কাজ শুরু হলেই টাঙানো হবে বলে জানান তিনি।
এই বিষয়ে হরিহরপাড়া ব্লকের বিডিও ছেরিং জাম ভুটিয়া তিনি জানিয়েছেন খবর পেলাম তদন্ত করে দেখা হচ্ছে যদি নিম্নমানের কাজের অভিযোগ থাকে তাহলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

বাড়ি ধস কাণ্ডে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের লালবাজারের

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: গার্ডেনরিচের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করা হল কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। গ্রেফতার প্রোমোটার মহম্মদ ওয়াসিম। যে যে ধারা গুলো দিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে , সেই ধারা গুলি হল ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২, ৩০৭ (খুনের চেষ্টা), (অনিচ্ছাকৃত খুন), ২৮৮, ৪২৭, ৩৪। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, ডিসেম্বর ২০২২ থেকে কনস্ট্রাকশনটা শুরু হয় সেখানে। ১৫ মাসেই পাঁচতলা তৈরি হয় রাতারাতি। এই প্রশ্ন যখন সামনে আসছে তখন পুলিশ সূত্রের খবর, মাঝখানে বিল্ডিং এর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সূত্রের খবর, এই বিল্ডিং নিয়ে বেশকিছু অভিযোগ সামনে এসেছিল, অভিযোগ ছিল পুকুর বুজিয়ে এই বিল্ডিং তৈরি করা হচ্ছে। তাই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। নিচে থেকে দেওয়াল না গেঁথে ছাদের ওপর থেকে তৈরি হচ্ছিল দেওয়াল। তাই দেওয়াল বেঁকে গিয়ে ভেঙে যায় পাঁচতলা বিল্ডিংটি। জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতার হওয়া মহম্মদ ওয়াসিম পুলিশকে এটাই দাবি করেছেন। গ্রেফতার প্রোমোটার মহম্মদ ওয়াসিম আরও জানিয়েছে পুলিশকে, তাঁর একটি পার্টনার নাম সেরু সে সেই সময় ওই জায়গাতে উপস্থিত ছিল। ঘটনার পর থেকে সেও নিখোঁজ। পুলিশ তদন্ত করে দেখছেন, ভাঙা কংক্রিট সরিয়ে দেখছেন তাকে পাওয়া যায় কিনা। অন্যদিকে, বিল্ডিং-এ বেশ কয়েকজন কর্মরত শ্রমিক মারা গেছেন। লালবাজার সূত্রের খবর, পাঁচতলা বিল্ডিংয়ে ১৬ টি ঘর হচ্ছিল। প্রতিটি স্কোয়ার ফুটে বিক্রির দর ছিল ১৬০০ টাকা করে। প্রতিটি ঘরের আয়তন ৫০০ স্কোয়ার ফিট ছিল। প্রতিটি ঘর বিক্রি হয়ে গিয়েছিল।
লালবাজার সূত্রের খবর, হোমিসাইড শাখা এই তদন্তভার নিয়েছে। লালবাজার সূত্রের খবর, নাসির আহমেদ জমির মালিককে শনাক্ত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে তাকে ডেকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে লালবাজারে। সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এই দুর্ঘটনায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

দার্জিলিংয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে ওয়াকফ বোর্ডে ইতিবাচক বৈঠক

মতিয়ার রহমান ● কলকাতা

আপনজন: দার্জিলিং জেলার বোটানিক্যাল গার্ডেন রোডে মসজিদ কম্পাউন্ড এলাকায় ১৭৮৬ সালে স্থাপিত হয় মসজিদ। এরপর ওই ওয়াকফ সম্পত্তির মসজিদ সংলগ্ন জায়গায় ১৯০৯ সালে স্থাপিত হয় আনজুমান ইসলামিয়া জুনিয়র হাই মাদ্রাসা। তারপর ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে ওই জায়গায় মার্কেট কমপ্লেক্স। দীর্ঘ সময় ধরে ওই ওয়াকফ সম্পত্তির ওপর গড়ে ওঠা মসজিদ মাদ্রাসা এবং মার্কেট কমপ্লেক্স নিয়ে উদ্ভূত হয়েছে নানাবিধ সমস্যা। সেই সমস্যা দূরীকরণে সচেষ্ট হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান আব্দুল গনি। তবে বর্তমানে যে সমস্যা সবচেয়ে বেশি করে ঘনীভূত হয়েছে যে কমিটি মসজিদ থেকে শুরু করে মাদ্রাসা এবং ওই ওয়াকাফ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। সোমবার এ সব বিষয় নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ডে দার্জিলিং থেকে আগত প্রতিনিধিদের নিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে এক ইতিবাচক আলোচনা হয়। তাতে উপস্থিত ছিলেন ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান আব্দুল গনি, রাজ্যসভার সাংসদ তথা ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য নাদিমুল হক, ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য ক্বারী ফজলুর রহমান, আফাকুজজামান খান, সিও এহসান আলম এবং পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ডঃ আবু তাহের কামরুদ্দীন প্রমুখ।
সাংসদ নাদিমুল হক, চেয়ারম্যান আব্দুল গনি এবং অন্যান্য সদস্যদের সিদ্ধান্তক্রমে ছয় মাসের জন্য একুশ জনকে নিয়ে একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করে দিয়ে আপাতত উদ্ভূত পরিস্থিতির সমাধান হয়। তবে আলোচনায় এও সিদ্ধান্ত হয় পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ড নিজ উদ্যোগে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে গোটা বিষয়টির সরজমিনে তদন্ত করবেন। দার্জিলিং জেলার মসজিদ কমপাউন্ড এলাকায় ওয়াকফ সম্পত্তির উপর গড়ে ওঠা মসজিদ ও মাদ্রাসা শুভাকাঙ্ক্ষী ও আগত প্রতিনিধিরা ওয়াকফ বোর্ডের যাবতীয় সিদ্ধান্তকে কূনীশ জানিয়েছেন। শেষে ক্বারী ফজলুর রহমান দোয়ার করে আল্লাহর সম্পত্তি রক্ষাকারীদের মঙ্গল কামনা করার মধ্য দিয়ে আলোচনা সমাপ্ত হয়।

কৃষ্ণনগরে বাড়ি বাড়ি জোর প্রচারে নেমে যুদ্ধংদেহি মনোভাব মহুয়ার

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়া জেলায় দুটি লোকসভা কেন্দ্র। রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার, প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের প্রার্থী সদ্য বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসা বিজেপির বিধায়ক মুকুটমনি অধিকারী। কৃষ্ণনগরে তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র প্রচার করছেন জোরকদমে। কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র ৭ টি বিধানসভার প্রত্যেক অঞ্চল বুথ ভিত্তিক কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করছে।রাজ্য সরকারের উন্নয়ন মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে প্রচার করতে হবে। লক্ষীর ভান্ডার, সবুজ সাথী, সাইকেল খাদ্য সাথী, স্বাস্থ্য সাথী ,যুবশ্রী সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রচার করতে হবে। মানুষকে জানাতে হবে সিএএ নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই আপনারা কাগজপত্র জমা দেবেন না। আমাদের দলনেত্রী নির্দেশ দিয়েছেন যারা ভারতে বসবাস করছে, তারা প্রত্যেকে নাগরিক। এখনো পর্যন্ত কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে গেরুয়া শিবির প্রার্থী দিতে পারেনি। বামপন্থীদের হয়ে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এস এম সাদিক তিনিও বিভিন্ন এলাকায় প্রচার করতে দেখা গেছে। এখনো বিজেপির প্রচারে নামতে দেখা যায়নি। কিন্তু রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল ও বিজেপির পক্ষ থেকে চলছে জোর কদমে নির্বাচনী ভোট প্রচার। একদিকে বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার তার কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে লাগাতার প্রচার করছেন।
অন্যদিকে তৃণমূলের শিষ্য নেতৃত্বদের সাথে নিয়ে দিনরাত এক করে জনসংযোগ নির্বাচনী প্রচার ও দফায় দফাই কর্মী বৈঠক করছেন। তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারী একইভাবে শান্তিপুর, কৃষ্ণগঞ্জ সহ রানাঘাট শহরে ও ব্লক লাগাতার ভোট প্রচারে রয়েছেন। মুকুটমনি অধিকারী ভোট প্রচারের মধ্যে দিয়ে বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন। তার দাবি, এবার নির্বাচনে জগাঅসুরকে বধ করায় একমাত্র লক্ষ্য। যদিও তৃণমূলের এই কটাক্ষকে উড়িয়ে দিয়ে বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার বলেন, যারা অসভ্য তাদের মুখ দিয়েই এই ধরনের উচ্চারণ বেরোয়।
গতবার লোকসভা নির্বাচনে তিনি যে মার্জিনে জয় যুক্ত হয়েছিলেন ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে চার লক্ষ বেশি ফোটে জয় লাভ করবেন। তবে এক প্রকার বলা যেতেই পারে, নদীয়ার রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে রাজনীতির ময়দানে চলছে কট্টর লড়াই।
রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে মূলত মতুয়া সম্পদের মানুষজন বসবাস করে সেখানে লাগাতার প্রচার করছেন মুকুটমনি অধিকারী তিনি দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দেন যারা এদেশে বসবাস করছে তারা প্রত্যেকে এই দেশের নাগরিক সিএএ নিয়ে কোন ভয় পাওয়ার কিছু নেই কোন কাগজপত্র জমা দেবেন না। সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প মানুষকে তুলে ধরতে হবে। মুকুটমণি অধিকারী জানান তিনি জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত।

সাজদার সমর্থনে সভা উলুবেড়িয়ায়

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: সোমবার উলুবেড়িয়ার রবীন্দ্র ভবনে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সাজদা আহমেদের সমর্থনে উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের একটি নির্বাচনী প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়।
নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পরেই প্রতিটি রাজনৈতিক দলই কোমর বেঁধে প্রচারে নেমে পড়েছে।বাদ নেই ওই কেন্দ্র। এদিনের এই প্রস্তুতি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু,উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর রহমান,তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম নেতা গৌতম রায় প্রমুখ। উল্লেখ্য, নিএখনও পর্যন্ত উলুবেড়িয়া লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছাড়া অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়নি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বসন্ত উৎসব সালকিয়ায়

নুরুল ইসলাম খান ● হাওড়া

আপনজন: রবিবার মঞ্জরী - দি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন এর পঞ্চম বর্ষের বসন্ত উৎসব ' 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে..' অনুষ্ঠিত হলো সালকিয়া নির্ভীক সংঘ প্রাঙ্গণে। সংস্থার সদস্য,সদস্যা রা সঙ্গীত,আবৃত্তি র মাধ্যমে বসন্ত বরণ করেন। সঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন - প্রতীক চক্রবর্ত্তী,অভিলাষা সাহা, তপন পাল,মনিকা চ্যাটার্জী, পূরবী চ্যাটার্জী, নন্দিতা মিত্র, সঞ্জয় সেন প্রমুখ।
আবৃত্তি পরিবেশন করেন -আহেরী দাস,রিয়া চ্যাটার্জী ঘটক, দেবাঙ্গনা মুখার্জী ভট্টাচার্য্য।
যন্ত্রানুষঙ্গে ছিলেন - সুমিত সাউ, দীপঙ্কর চ্যাটার্জী, অয়ন কুন্ডু।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন আহেরী দাস।
সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় শ্রী প্রতীক চক্রবর্ত্তী।

মুরারইয়ে আগুনে পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচ পরিবার

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● মুরারই

আপনজন: বিয়ের জন্য জোগাড় করে রাখা টাকা,গয়না সহ অন্যান্য আসবাপত্র পুড়ে ছাই। গত বৃস্পতিবার সন্ধ্যায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে মুরারই ২ নম্বর ব্লকের কুলোড়া গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রথমে বশির সেখের বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন লাগে। পরে আগুনের সেই তীব্র দাপটে নিমেষেই প্রতিবেশী আরও চারটি বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সর্ব মোট পাঁচটি বাড়িতে আগুন লেগে ভষ্মিত হয় বাড়ির আসবাবপত্র। আগুনে অল্প বিস্তর আহত হন পরিবারের কয়েক জন।
আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য গ্রামবাসীদের আপ্রাণ চেষ্টা চালানোর সঙ্গে সঙ্গে রামপুরহাট দমকল বিভাগের দুটি ইঞ্জিন ঘটনা স্থলে পৌঁছালেও ততক্ষণে সব পুড়ে আগুনের পিণ্ড জ্বলজ্বল করছে। ইতিমধ্যে নিঃস্ব সেই পরিবারগুলি কেমন আছেন। কি অবস্থায় আছেন। সে নিঃস্ব পরিবারগুলির সঙ্গে মানবিক সাক্ষাতের জন্য কলোড়া গ্রামে পৌঁছান কয়থা গ্রামের তথা ম্যাক্স ৭ হাসপাতালের চিকিৎসক ও সমাজসেবী আব্দুল করিম। সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ কথা বলে শারীরিক মানসিক অবস্থার খোঁজ-খবর নিলেন। একই সঙ্গে পরিবারগুলির অসহায়তার কথা বিবেচনা করে তাদের হাতে কয়েক দিনের খাদ্য সামগ্রী, বস্ত্র, আপৎকালীন বাসস্থানের জন্য ত্রিপল সহ বেশ কিছু টাকা তুলে দিয়ে জীবন যাপনে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আনার জন্য উৎসাহিত করেন চিকিৎসক আব্দুল করিম।

দমকল আসতে দেরি, পুড়ে ছাই পাটের ট্রাক

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: দমকল আসতে দেরি!পুড়ে ছাই পাট বোঝাই ট্রাক। ঢিল ছোড়া দূরত্বে দমকল কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দমকল ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে না আসায় দমকল বাহিনীকে ঘিরে বিক্ষোভ স্থানীয়দের। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার বিকেলে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা মার্কেটে।দমকল কর্মীদের অভিযোগ ওই সময় তারা অন্যত্র আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন তাই সঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারেনি।যদিও কিছুক্ষণ পরে তুলসীহাটা থেকে দুটি ও চাঁচল থেকে একটি দমকল ইঞ্জিন ছুটে আসে।খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হরিশচন্দ্রপুর থানা আইসি মনোজিৎ সরকার ও বিশাল পুলিস বাহিনী। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,এদিন তুলসীহাটা মার্কেটের জেসিআই গোডাউন থেকে ১০৫ কুইন্টাল পাট বোঝাই করে একটি ট্রাক কলকাতায় যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছিল ।গোডাউনের পাশে ঝুলে থাকা হাই টেনশন তারে ছুয়ে যায় ট্রাক বোঝাই পাট।দ্রুত সেই আগুন গ্রাস করে নেয় পাট বোঝাই ট্রাকটিকে। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে পাট। ১০০ মিটার দূরে থাকা দমকল অফিসে জানানো হয়। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে দেরি হলে দমকল কর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দা ধীরজ কুমার সিং জানান, দমকল পাশে থেকেও দেরি করে এসেছে, তাই এত বড় ক্ষতি হয়ে গেল। আমরা বারবার অফিসে গিয়ে দমকল কে আসতে বলেছি কিন্তু যারা ছিল তারা বলে আমরা আগুন নেভাতে পারব না।

তিন প্রার্থীকে জয়ী করে মমতাকে উপহার দেওয়ার ডাক জলঙ্গিতে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গি ব্লক তৃণমূলের অনুষ্ঠিত হল সোমবার বিকেলে জলঙ্গীর জোড়তলার পথের সাথীতে এই কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন বহরমপুর মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অপূর্ব সরকার, মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী আবু তাহের খান, জলঙ্গী বিধানসভার বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক, ডোমকলের বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম, জলঙ্গী দক্ষিণ ব্লক সভাপতি মাসুম আলী আহমেদ, রানীনগর -২ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মেহবুব মুর্শিদ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম সহ অন্যান্য ব্লক ও অঞ্চল সভাপতি, নেতৃবৃন্দ। এদিন জলঙ্গি ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তের অসংখ্য তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা দলীয় পতাকা নিয়ে পথের সাথীতে নির্বাচনী কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষতিয়ান তুলে ধরেন।
এছাড়াও সভায় মুর্শিদাবাদ জেলায় তিনটে লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় তিনটে প্রার্থীকে জিতিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের হাতে উপহার হিসেবে তুলে দেওয়ার কথা বলেন জেলা সভাপতি।
এছাড়াও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বাংলার প্রতি বঞ্চনার প্রতিবাদে বক্তব্য রাখেন উপস্থিত জেলা নেতৃবৃন্দ। তিনি বলেন, বলেন যেভাবে বাম কংগ্রেস অশুভ আতাত করছে সেই আঁতাতকে যোগ্য জবাব দিতে হবে। এদিন জেলা সভাপতি নাম না করে কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীকে বিভিন্ন ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, তিনি বিজেপির হয়ে কাজ করেন।এদিনের সভা শেষে জলঙ্গী ব্লকের উত্তর জোনের এক বামের গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন জেলা ব্লক ও বিধায়ক সাংসদের হাত ধরে।

প্রথম নজর

রমজানে একাধিকবার উমরাহ নিষিদ্ধ করল সৌদি

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র রমজান মাস উমরাহ পালনের জন্য আদর্শ মৌসুম হিসেবে গণ্য করে মুসলিম বিশ্ব। এবার এ ব্যাপারে কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি আরব কর্তৃপক্ষ। পবিত্র রমজানে এখন থেকে একবারের বেশি উমরাহ পালনে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

রোববার গালফ নিউজের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, রমজান মাসে একাধিকবার উমরাহ বা ছোট হজ পালনের জন্য অনুমতি দেওয়া হবে না। পাশাপাশি পবিত্র এ মাসে উমরাহ পালনকারীদের মক্কা-মদিনায় দীর্ঘ সময় না থাকার জন্যও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এদিকে সৌদির স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, নতুন কাউকে উমরাহ পালনের সুযোগ করে দিতে এবং অতিরিক্ত ভিড় এড়াতে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

নুসাকের তথ্যানুযায়ী, সৌদি সরকার উমরাহর যাবতীয় তথ্যসেবা অ্যাপের মাধ্যমে দিয়ে থাকে। ফলে এ অ্যাপের মাধ্যমে একই ব্যক্তি যদি দ্বিতীয়বার উমরাহ পালনের জন্য আবেদন করে তাহলে তার আবেদন গ্রহণ করা হবে না। তবে অ্যাপ থেকে নতুন কেউ আবেদন করতে পারবেন।

পবিত্র রমজানে সৌদিসহ বিশ্বের অনেক মুসল্লি উমরাহ পালনের জন্য গ্রান্ড মসজিদে ভিড় করে থাকেন। এজন্য সৌদি কর্তৃপক্ষ নিরবিচ্ছিন্নভাবে এবং ভোগান্তি ছাড়া মুসল্লিদের উমরাহ পালন নিশ্চিতে নতুন এ পদক্ষেপ নিয়েছে।

ইসলামবিদ্বেষ ঠেকাতে জাতিসংঘে প্রস্তাব পাস

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বজুড়ে ইসলামোফোবিয়া (ইসলামবিদ্বেষ) মোকাবিলায় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি প্রস্তাব পাস হয়েছে। এই প্রস্তাবে ইসলামবিদ্বেষ ঠেকাতে একজন বিশেষ দূত নিয়োগের আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইসলামবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আন্তর্জাতিক দিবস ১৫ মার্চে সাধারণ পরিষদে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) পক্ষে পাকিস্তান প্রস্তাবটি উত্থাপন করে।

ভোটাভুটিতে প্রস্তাবের পক্ষে সৌদি আরব, তুরস্ক, ইরান, কাতার, কুয়েত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীনসহ ১১৫টি দেশ ভোট দিয়েছে। ৪৪টি দেশ ভোটদানে বিরত থাকলেও কোনো দেশ বিপক্ষে ভোট দেয়নি।

আনাদোলু অ্যাজেন্সির খবরে বলা হয়েছে, প্রস্তাবে ইসলামবিদ্বেষ মোকাবিলায় জাতিসংঘের একজন বিশেষ দূত নিয়োগের আহ্বান জানানো হয়েছে। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, বিশেষ করে ইসলামফোবিয়া ঠেকাতে সদস্য দেশগুলোতে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

এ ছাড়া এই শরৎকালে সাধারণ পরিষদে ইসলামোফোবিয়া মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ ও প্রচেষ্টা বাস্তবায়নের বিষয়ে জাতিসংঘের মহাসচিবকে একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।

এর আগে গত জুলাই মাসে পবিত্র কুরআন পোড়ানোর নিন্দা জানিয়ে জাতিসংঘে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একই মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি প্রস্তাব পাস হয়, যেখানে বলা হয় পবিত্র গ্রন্থের বিরুদ্ধে সব সহিংসতা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। একই সঙ্গে এই ধরনের কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানায় বৈশ্বিক সংস্থাটি।

মদিনায় রমজানের প্রথম সপ্তাহে ৫২ লাখ মুসল্লি

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র রমজান মাসের প্রথম সপ্তাহ অতিবাহিত হয়েছে। এ সময়ে সৌদি আরবের মদিনার পবিত্র মসজিদে নববীতে ৫২ লাখের বেশি মুসল্লি উপস্থিত হয়েছে। তারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পাশাপাশি বিভিন্ন ইবাদতে অংশ নেয়। মসজিদে নববী তত্ত্বাবধানকারী জেনারেল অথরিটি বিভাগ রমজান মাসে মুসল্লিদের পরিষেবাবিষয়ক এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানায়।

বিবৃতিতে বলা হয়, রমজানের প্রথম সপ্তাহে ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ৭৮ জন পবিত্র রওজা শরিফে মহানবী (সা.)-কে সালাম নিবেদন করেছে। একই সময়ে রওজা শরিফে নামাজ পড়েছে ১৩ লাখ ৩৪ হাজার ৪৪৭ জন পুরুষ ও ১০ লাখ সাত হাজার ৬৯৭ জন নারী। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ এ স্থানে শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা নারী-পুরুষ সব মুসল্লির যাতায়াত সুনিশ্চিত করা হয়।

তাতে আরো বলা হয়, গত সপ্তাহে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ১০ হাজার ৪৮২ জন বিশেষ পরিষেবা পেয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন দেশের ১০ লাখ ১০ হাজার ৪১২ জনকে একাধিক ভাষায় যোগাযোগ সেবা দেওয়া হয়। আর মসজিদের লাইব্রেরিতে শিক্ষামূলক পরিষেবা থেকে উপকৃত হয়েছে ১২ হাজার ২৭৯ জন এবং মিউজিয়ামে চার হাজার ৫৬৭ জন পরিদর্শন করেছে।

এদিকে মসজিদে আসা এক লাখ ৪৯ হাজার ১৪৯ জন দর্শনার্থীকে নানা রকম উপহারসামগ্রী দেওয়া হয় এবং মসজিদের সমন্বিত পরিষেবার মাধ্যমে ছয় লাখ ৪৮ হাজার ৪১১ জনকে সেবা দেওয়া হয়। তা ছাড়া এক লাখ ৪৪ হাজার জমজম পানির বোতল বিতরণ করা হয় এবং রোজাদারদের মধ্যে ১৫ হাজার ২৪৩টি ইফতারির খাবার বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে ২৮ কোটির বেশি মুসল্লি পবিত্র মসজিদে নববিতে আগমন করে। একই বছর এক কোটি ৩০ লাখ ৫৫ হাজারের বেশি মুসলিম উমরাহ পালন করে, যা ছিল সৌদি আরবের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যা। আগামী হজ মৌসুম শুরুর আগেই দুই কোটির বেশি মুসল্লি উমরাহ পালন করবে বলে আশা করছে সৌদি আরব। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৪ জুন পবিত্র হজের কার্যক্রম শুরু হবে।

গাজা এখন বিশ্বের বৃহত্তম ‘উন্মুক্ত কবরস্থান’: ইইউ পররাষ্ট্রনীতির প্রধান

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পররাষ্ট্রনীতির প্রধান জোসেপ বোরেল সোমবার বলেছেন, গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযান এই অঞ্চলটিকে বিশ্বের বৃহত্তম ‘উন্মুক্ত কবরস্থানে’ পরিণত করেছে।

ব্রাসেলসে ইইউ মন্ত্রীদের এক বৈঠকে বোরেল বলেন, ‘যুদ্ধের আগে গাজা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ উন্মুক্ত কারাগার। আজ এটি সর্বশ্রেষ্ঠ উন্মুক্ত কবরস্থান। এটি হাজার হাজার মানুষের জন্য একটি কবরস্থান ও মানবিক আইনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নীতির জন্যও একটি কবরস্থান।’

গাজায় ত্রাণবাহী ট্রাক প্রবেশের অনুমতি না দিয়ে ইসরায়েল দুর্ভিক্ষকে ‘যুদ্ধের অস্ত্র’ হিসেবে ব্যবহার করছে বলেও বোরেল তাঁর অভিযোগ পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি একটি মানবিক সম্মেলনে বলেন, ‘ইসরায়েল দুর্ভিক্ষের উসকানি দিচ্ছে।’

ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ বোরেলকে পাল্টা আঘাত করে ‘ইসরায়েলকে আক্রমণ বন্ধ করতে এবং হামাসের অপরাধের বিরুদ্ধে আমাদের আত্মরক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে’ বলেছেন। কাটজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে লিখেছেন, ‘সাহায্য করতে ইচ্ছুক যে কাউকে ইসরায়েল গাজায় স্থল, আকাশ ও সমুদ্রপথে ব্যাপক মানবিক সহায়তার অনুমতি দেয়।’

ইসরায়েলি সরকারি পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে এএফপির সমীক্ষা অনুসারে, ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের নজিরবিহীন হামলার পর সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী গাজা যুদ্ধ শুরু হয়। সেই হামলায় ইসরায়েলে প্রায় এক হাজার ১৬০ জন নিহত হয়, যাদের অধিকাংশই বেসামরিক। পাশাপাশি হামাসের যোদ্ধারা প্রায় ২৫০ জনকে জিম্মি করে। জিম্মিদের মধ্যে ১৩০ জন গাজায় রয়ে গেছে বলে ইসরায়েল বিশ্বাস করে।

তাদের মধ্যে ৩৩ জন নিহত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে ইসরায়েল হামাসকে ধ্বংস ও বন্দিদের মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গাজায় নিরলস বোমা হামলা ও স্থল আক্রমণ চালাচ্ছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, এতে কমপক্ষে ৩১ হাজার ৭২৬ জন নিহত হয়েছে, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু।

২৭ জাতির ইইউ গাজায় যুদ্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রতিক্রিয়া নিয়ে আসতে সংগ্রাম করছে। কারণ কিছু সদস্য দৃঢ়ভাবে ইসরায়েলকে সমর্থন করে এবং অন্যরা ফিলিস্তিনপন্থী।

ইইউ মন্ত্রীদের ইসরায়েলের সঙ্গে একটি সহযোগিতা চুক্তি স্থগিত করার জন্য আয়ারল্যান্ড ও স্পেনের একটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করার কথা ছিল। তবে এই পদক্ষেপটিতে ২৭টি দেশের সবার সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। যদিও ব্লকটি ৭ অক্টোবর সহিংসতার জন্য হামাসের বিরুদ্ধে এবং ফিলিস্তিনিদের আক্রমণের জন্য পশ্চিম তীরে সহিংস ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে উভয় নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে একমত হবে বলে আশা করা হয়েছিল। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে অল্পসংখ্যক ‘চরমপন্থী’ বসতি স্থাপনকারীদের লক্ষ্য করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

কিউবায় রাজপথে শত শত মানুষের বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: উত্তর আমেরিকার দেশ কিউবায় শত শত মানুষ রাজপথে নেমে বিরল বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন। খাদ্য এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ সংকটের কারণে এই বিক্ষোভ হয়েছে বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন পোস্টে জানা গেছে।

রোববার (১৭ মার্চ) দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর সান্তিয়াগোতে এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি। কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দিয়াজ-ক্যানেল পরিস্থিতি মোকাবিলায় ‘শান্তিপূর্ণ পরিবেশে’ সংলাপের আহ্বান জানিয়েছেন। সম্প্রতি দেশটির বিভিন্ন শহরে খাদ্য ও বিদ্যুতের তীব্র সংকট তৈরি হয়েছে। অনেক এলাকায় দিনে ১৮ ঘণ্টা কিংবা তারও বেশি সময় ধরে বিদ্যুৎ মিলছে না। এর ফলে হিমায়িত খাবার নষ্ট ও মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে। গত কয়েক বছরে যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও সাম্প্রতিক করোনাভাইরাস মহামারির প্রভাব আর অর্থনৈতিক কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে এক কোটি ১০ লাখ মানুষের এই দেশটি বর্তমানে সবচেয়ে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। ১৯৯০ এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে এমন কঠিন অর্থনৈতিক সংকটে পড়েনি দেশটি। কিউবার সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩ সালে দেশটির অর্থনীতি দুই শতাংশ সংকুচিত হয়েছে। ওই বছর দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতি ৩০ শতাংশে পৌঁছায়। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটা সম্ভবত বাস্তবতার চেয়ে কম। কমিউনিস্ট শাসিত এই দ্বীপ রাষ্ট্র নগদ অর্থ সংকটে ধুঁকছে। এর মাঝেই দেশটির সরকার বাজেট ঘাটতি কাটানোর জন্য কয়েকটি পদক্ষেপের অংশ হিসেবে গত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে জ্বালানির নতুন দাম নির্ধারণ করেছে। পরে দেশটির সরকার জ্বালানির দাম পাঁচগুণ বৃদ্ধির ঘোষণা দেয়। খাদ্য, জ্বালানি ও ওষুধের ভয়াবহ সংকটের কারণে নজিরবিহীন সংখ্যায় দেশ ছাড়ছেন কিউবার নাগরিকরা। গত কয়েক মাসে ৪ লাখের বেশি কিউবান যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছেন বলে দেশটির সরকারি এক পরিসংখ্যানে জানানো হয়েছে। দিয়াজ-ক্যানেল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বার্তায় সান্তিয়াগোতে বিক্ষোভের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বিক্ষোভ-সমাবেশ শেষ হওয়ার পরপরই এক্সে তিনি বলেন, ‘কিছু মানুষ বৈদ্যুতিক পরিষেবা এবং খাদ্য বিতরণ পরিস্থিতি নিয়ে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আমাদের দল, রাষ্ট্র এবং সরকারের কর্তৃপক্ষের নীতি হলো জনগণের অভিযোগের বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া, তাদের কথা শোনা, সংলাপে বসা এবং পরিস্থিতির উন্নতির জন্য যে প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করা। আর এসবই করতে হবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে।’

রমজানে ইসলাম গ্রহণ করলেন বিখ্যাত মার্কিন গায়ক লিল জন

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার একটি মসজিদে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন বিখ্যাত মার্কিন র‍্যাপার ও প্রযোজক লিল জন। খবর ডেইলি সাবাহর রমজানের প্রথম সপ্তাহে শুক্রবার তিনি লস অ্যাঞ্জেলেসের কিং ফাহাদ মসজিদে একটি বিশাল জমায়েতের সামনে প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দেন। লিল জনের ইসলাম গ্রহণের ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে অনলাইনে। ভিডিওতে দেখা যায়, মসজিদের ইমামের তত্ত্বাবধানে তিনি প্রথমে আরবি ও পরে ইংরেজিতে কালেমা পাঠ করছেন।

লিল জন ১৯৭২ সালে জর্জিয়ার আটলান্টায় জন্ম গ্রহণ করেন, তার আসল নাম জোনাথন এইচ স্মিথ। ২০০০-এর শুরুতে হিপ-হপ সাবজেনার প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা তার খ্যাতি বাড়িয়ে দেয়।

যুক্তরাষ্ট্রের লেখক ও অ্যাকটিভিস্ট শন কিংয়ের পর লিল জন হলেন রমজানের প্রথম সপ্তাহে ইসলাম গ্রহণকারী দ্বিতীয় বিখ্যাত মার্কিন নাগরিক।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ায় পুতিনকে চীনের প্রেসিডেন্টের অভিনন্দন

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার সদ্য অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার মাধ্যমে টানা পঞ্চমবার ক্ষমতায় থাকছেন ভ্লাদিমির পুতিন। নির্বাচনে তিনি বিজয়ী হওয়ায় তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধান মিত্র চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।

এক সংবাদ সম্মেলনে ভোটের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিন জিয়ান বলেন, ‘চীনের প্রেসিডেন্ট পুতিনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।’ তিনি আরো বলেন, ‘চীন এবং রাশিয়া নতুন যুগে একে অপরের বৃহত্তর প্রতিবেশী এবং কৌশলগত সহযোগী অংশীদার।’

লিন বলেন, ‘আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, প্রেসিডেন্ট শি চিন পিং এবং প্রেসিডেন্ট পুতিনের কৌশলগত দিকনির্দেশনার অধীনে চীন-রাশিয়া সম্পর্ক এগিয়ে যেতে থাকবে।’ লিন আরো বলেন, ‘দুই রাষ্ট্রপ্রধান ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখবে। দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব বজায় রাখতে, ব্যাপক কৌশলগত সমন্বয়কে আরো গভীর করতে এবং নতুন যুগে চীন-রাশিয়া সম্পর্কের ক্রমাগত উন্নয়নের জন্য দুই দেশকে নেতৃত্ব দেবেন।’ রোববার প্রাথমিক ফলাফলের তথ্যে দেখা যায়, পুতিন প্রায় ৮৭ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। এর আগে টানা তিনদিন ধরে দেশটিতে ভোটগ্রহণ চলে। নির্বাচনে রেকর্ড ব্যবধানে পুতিন নিরঙ্কুশ বিজয় পেয়েছেন, যেখানে তিনি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হননি। সোভিয়েত ইউনিয়ন পরবর্তী যুগে এটি রেকর্ড।

যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক হামলা, নিহত ২

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে বন্দুক হামলায় অন্তত দুই জন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো পাঁচ জন। রোববার স্থানীয় সময় সকালে এই ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সময় ভোররাত ৩টার দিকে কেনেডি রিক্রিয়েশন সেন্টারের কাছে বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটে। কে বা কারা গুলি চালিয়েছেন সে বিষয়ে পুলিশ এখনো নিশ্চিত হতে পারেনি। তবে ঘটনার তদন্ত চলছে। নিহত অ্যান্টনি ব্রাউনের বাড়ি ওয়াশিংটন ডিসিতে এবং জ্যা লুকসের বাড়ি বাল্টিমোরে। তাদের বয়স ৩২ বছর।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫২ মি.

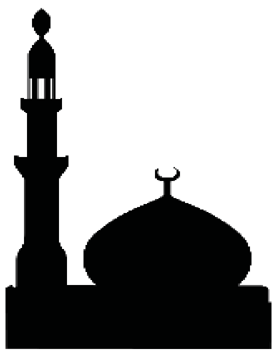

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২০	৫.৪১
যোহর	১১.৪৯	
আসর	৪.০৬	
মাগরিব	৫.৫২	
এশা	৭.০১	
তাহাজ্জুদ	১১.০৭	

আফগান সীমান্তে পাকিস্তানের বিমান হামলা, নিহত ৮

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে সীমান্তবর্তী এলাকায় পাকিস্তানি বিমান হামলায় আটজন নিহত হয়েছে। নিহতের মধ্যে তিনজন শিশুও রয়েছে।

সোমবার (১৮ মার্চ) তালেবান সরকারের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ এই তথ্য জানিয়েছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, ‘স্থানীয় সময় রাত তিনটার দিকে পাকিস্তানি বিমান পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী খোস্ত এবং পাকতিকা প্রদেশে বেসামরিক বাড়িগুলোতে বোমাবর্ষণ করেছে।

মার্কিন সিনেটরের মন্তব্য অনুপযুক্ত: নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলে নির্বাচনে আহ্বান জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা সিনেটর চাক শুমারের মন্তব্য পুরোপুরি অনুপযুক্ত বলে দাবি করেছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। রোববার (১৭ মার্চ) মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেছেন।

বৃহস্পতিবার সিনেটে দেওয়া বক্তব্যে চাক শুমার ইসরায়েলে নতুন নির্বাচনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন, শান্তির জন্য বাধা নেতানিয়াহু। এই সিনেটর ইসরায়েলের পুরনো সমর্থক এবং যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচিত সর্বোচ্চ পদধারী ইহুদি ধর্মাবলম্বী।

নেতানিয়াহু বলেছেন, আমি মনে করি তিনি যা বলেছেন তা একেবারে অনুপযুক্ত। অপর একটি গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচিত নেতৃত্বকে পাল্টানোর চেষ্টা কখনো উপযুক্ত নয়।

চাক শুমার ও নেতানিয়াহুর পাল্টাপাল্টি বক্তব্য ওয়াশিংটন ও ইসরায়েলি নেতার মধ্যে ক্রমবর্ধমান হতাশার ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিশেষ করে হামাসের সঙ্গে চলমান যুদ্ধ ব্যবস্থাপনা নিয়ে এই হতাশা বিরাজ করছে। মার্কিন কর্মকর্তাদের বক্তব্যে ফিলিস্তিনি বেসামরিকদের রক্ষায় ইসরায়েলের ব্যর্থতা এবং গাজায় ত্রাণ সরবরাহে ইসরায়েল বাধা সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ করে আসছে আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থাগুলো।

ট্রাম্পের ‘মানসিক সুস্থতা’ নিয়ে রসিকতা বাইডেনের

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। চার বছর আগের মতো এবারের নির্বাচনেও দেখা মিলবে বাইডেন ও ট্রাম্পের দ্বৈরথ। আর এর মধ্যেই সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘মানসিক অসুস্থতা’ নিয়ে রসিকতা করেছেন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

গ্রিডআয়রন ক্লাবে আয়োজিত বার্ষিক গণমাধ্যম নৈশভোজে বাইডেন বলেন, এক প্রার্থী বয়স্ক এবং তার প্রেসিডেন্ট হওয়ার মতো মানসিক সুস্থতা নেই। অপর প্রার্থী হলাম আমি।

যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক অঙ্গনের শীর্ষ ব্যক্তিত্বদের জন্য আয়োজিত এই বার্ষিক ‘সাদা টাই’ নৈশভোজে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথম বারের মতো বক্তব্য রাখেন জো বাইডেন।

২০১৮ সালে একই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছিলেন ট্রাম্প। পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জনমত জরিপে পিছিয়ে বাইডেন। বেশির ভাগ মানুষ তার বয়স নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। নৈশভোজে অংশ নেয়া ৬৫০ অতিথির সামনে এভাবেই নিজের পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিয়ে নতুন করে কৌতুকে মাতেন বাইডেন। সেখানে অতিথিদের মধ্যে অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা এবং ওয়াশিংটন পোস্টের মালিক জেফ বেজস এবং টিকটকের সিইও শাও জি চিউ উপস্থিত ছিলেন।

আল শিফা হাসপাতালে ফের অভিযান চালাচ্ছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকার আল শিফা হাসপাতালকে ঘিরে ফের অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। যার ফলে এই হাসপাতালে আশ্রয় নেয়া হাজারো বাস্তুচ্যুত গাজাবাসীর নিরাপত্তা নিয়ে দেখা দিয়েছে উদ্বেগ।

সোমবার এই অভিযান শুরু হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, হাসপাতাল এলাকায় বিমান হামলা হয়েছে। ইসরায়েলের দাবি, হামাসের জ্যেষ্ঠ নেতারা হাসপাতালটি ব্যবহার করছেন। আল শিফা গাজা উপত্যকার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল। গত বছরের নভেম্বরেও ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ওই হাসপাতাল প্রাঙ্গণে অভিযান চালিয়েছিল। এ নিয়ে তখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ক্ষোভ জানিয়েছিল। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়, সেনারা এখন শিফা হাসপাতাল এলাকায় সংক্ষিপ্ত অভিযান চালাচ্ছে। হামাসের জ্যেষ্ঠ সন্ত্রাসীরা হাসপাতালটি ব্যবহার করছে, এমন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযানটি চালানো হচ্ছে। গাজা নগরীর পার্শ্ববর্তী এলাকা আল রিমালে আল শিফা হাসপাতালের অবস্থান। গাজা নগরীর প্রত্যক্ষদর্শীরা এএফপিকে বলেন, আল রিমাল এলাকায় বিমান হামলা হয়েছে। আল শিফা হাসপাতালের চারপাশ ট্যাংক দিয়ে ঘেরাও করে ফেলা হয়েছে। গাজা উপত্যকায় হামাস শাসিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, যুদ্ধে বাস্তুচ্যুত হওয়া কয়েক হাজার ফিলিস্তিনি ওই হাসপাতালের আশ্রয়ে আছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৭৭ সংখ্যা, ৫ চৈত্র ১৪৩০, ৮ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

পৃথিবী

একদিকে পরমাণু যুদ্ধের চোখ রাঙানি, অন্যদিকে জলবায়ুর পরিবর্তন। পৃথিবী কি মানুষের জন্য বসবাসোপযুক্ত থাকিবে? পৃথিবী ধ্বংস হইয়া গেলে কোথায় যাইবে মানুষ? এই ধরনের অতি সাবধানি ও হতাশাবাদী ধারণা হইতে অনেকে চোখ রাখিয়াছেন চাঁদের দিকে। অনেকে মনে করেন মানুষ ক্রমশ মঙ্গলে গিয়া বসতি স্থাপন করিবে। তবে সম্প্রতি প্যারিসে জলবায়ুসংক্রান্ত বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এক হাত লইয়াছেন এই ধরনের অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং ইউটোপীয় ভাবনার ধনকুবেরদের। উল্লেখ থাকে যে, ইলন মাস্কের ‘স্পেসএক্স’ তাহাদের স্টারশিপ মেগা-রকেট তৃতীয় বারের জন্য পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করিতে যাইতেছে। এই মিশনের উদ্দেশ্য হইল—মঙ্গল গ্রহ মানুষের বসবাসের উপযোগী কি না, তাহা যাচাই করিয়া দেখা। ২০৫০ সালের মধ্যে মঙ্গল গ্রহে কয়েক লক্ষ মানুষ পাঠাইবার ব্যাপারে উচ্চাশামূলক অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছেন ইলন মাস্ক। অন্যদিকে, জেফ বেজোসের ‘ব্লু ওরিজিন’ আগামী আগস্টেই তাহাদের ‘নিউ গ্লেন’ মেগা রকেট পরীক্ষা করিতে চলিতেছে। এই পরিস্থিতিতে ওবামা বলিয়াছেন যে, মঙ্গলে জনবসতি গড়িবার স্বপ্ন না দেখিয়া পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখিবার চেষ্টা করা উচিত। পরমাণু যুদ্ধ ঘটিয়া গেলেও পৃথিবী লাল গ্রহ হইতে অনেক অধিক বাসযোগ্য থাকিবে। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াছেন যে, যাহারা মঙ্গলে জনবসতি গড়িবার কথা ভাবিতেছেন আমি তাহাদের দিকে তাকাইয়া ভাবি, তাহারা কীসকল বলিতেছেন? ওবামা মনে করেন, জলবায়ু পরিবর্তন যদি একান্ত আটকানো না যায়, তাহা হইলেও পৃথিবীতে অক্সিজেন থাকিবে। বাস্তবতা বোধবুদ্ধিসম্পন্ন ধীশক্তিমান বারাক ওবামা যথার্থই বলিয়াছেন। কারণ মঙ্গল গ্রহে প্রাণের বিকাশের জন্য প্রধান ও অপরিহার্য উপাদান প্রায় কোনোটাই নাই। সেইখানে নাই পৃথিবীর মতো উপযুক্ত বায়ুমণ্ডল। নাই অক্সিজেন। মহাজাগতিক রশ্মি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সেই গ্রহে নাই চুম্বকীয় ক্ষেত্র। আর জল এবং তাপমাত্রার তফাত সুবিশাল। পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তনের পর সবচাইতে খারাপ অবস্থাও মঙ্গল গ্রহের চাইতে শতগুণ ভালো। মঙ্গলে আবাসের উপযুক্ত জায়গা তৈরি করার চাইতে সম্ভবত প্রশান্ত মহাসাগরের অতি গভীরে গিয়াও বসতি স্থাপন করা অধিক সহজ ও কম ব্যয়বহুল। সত্যিকার অর্থে আমরা এত অপূর্ব একটি গ্রহে বসবাস করিতেছি, যাহার তুলনা চলে না। মহান সৃষ্টিকর্তা কী অপূর্ব সৃষ্টি-সুষমায় এই ধরণিকে অলংকারিত করিয়াছেন! এইখানে প্রকৃতি এবং প্রাণিজগতের অপূর্ব লীলাখেলা দেখিয়া আমরা আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে শুধু এইটুকু বুঝিতে পারি—পৃথিবীর তুল্য আর কিছু নাই। সেই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার ‘তালগাছ’ কবিতায় বলিয়াছেন—(তালগাছ) ‘মনে মনে ভাবে, বুঝি ডানা এই,/ উড়ে যেতে মানা নেই/ বাসাখানি ফেলে তার।’ তাহার পর কী হইল? তালগাছ ‘মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে/ তারাদের এড়িয়ে/ যেন কোথা যাবে ও।’

এই তালগাছের মতো কিছু ধনকুবের অতি ব্যয়বহুল প্রকল্প হাতে লইয়া ভাবিতেছেন—পৃথিবীতে নহে, ঊর্ধ্বগগনে গড়িয়া তুলিবেন সাম্রাজ্য, নূতন উপনিবেশ। ইহা সত্য যে, আমরা এখন উষ্ণতম দিনের রেকর্ড প্রতিনিয়তই ভাঙিতেছি। বলা হয় ১ লাখ ২০ হাজার বৎসরের পুরাতন তাপমাত্রার রেকর্ড দিনের পর দিন ভাঙিয়া দিতেছি আমরা; কিন্তু ইহা মুদ্রার একটি পিঠ। অপর পিঠ বলিতেছে, পৃথিবীর অবস্থা যতই খারাপ হউক না কেন, তাহার পরও পৃথিবীর তুলনা আমাদের জ্ঞান মহাবিশ্বের আর কোথাও নাই। সুতরাং বারাক ওবামার মতো আমরাও মনে করি, এই পৃথিবীর যত্ন নেওয়ার জন্যই আমাদের বিনিয়োগ করা উচিত। জ্ঞান আহরণ এবং নূতন আবিষ্কারের জন্য মহাকাশ লইয়া গবেষণা চলিতে পারে বটে, তবে মনুষ্যবসতি তৈরির মতো অতি ব্যয়বহুল প্রকল্প বিপুল-বিশাল অপচয় মাত্র। ‘তালগাছ’ কবিতায় তালগাছ যেমন ফ্যান্টাসির মতো চন্দ্রতারা মহাবিশ্ব ঘুরিয়া আসিবার পর অবশেষে পৃথিবীর দিকেই মন ফিরায়, আমাদের ধনকুবেরদেরও তালগাছের মতো তাহাদের মনটিকে পৃথিবীর দিকেই ফিরাইতে হইবে।

• • • • • • • • • • • • •

ভারতের গণতন্ত্র কঠিন পরীক্ষার মুখে

গত এক দশকে ভারতের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, ছাত্রবিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী, স্বাধীনচেতা সংবাদ সংস্থা, স্বতন্ত্র সাংবাদিক, মানবাধিকার সংগঠনসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে দমন করার অভিযোগ উঠেছে। তবে এত কিছুর পরও ভারতের গণতান্ত্রিক চেতনা একেবারে মরে যায়নি। লোকসভা নির্বাচন সামনে রেখে ভারতের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে লিখেছেন **শশী থারুর..**

প্রায় ৯৬ কোটি ৮০ লাখ নিবন্ধিত ভোটার নিয়ে আগামী এপ্রিল ও মে মাসে ভারতে সাধারণ নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এই ভোটের মধ্য দিয়ে দেশটিতে মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক অনুশীলন হবে। তবু এই নির্বাচনকে ঘিরেই ভারতীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন সবার মাথায় চক্কর খাচ্ছে।
বাস্তবতা হলো, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) গদি ধরে রাখার এক দশক পরে এসে দেখা যাচ্ছে, ভারতের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো বলা যায় ধ্বংস হয়ে গেছে।
বিজেপি সরকার গত দশকজুড়ে লাগাতারভাবে ভিন্নমতকে হুমকি দিয়ে আসছে। ধারাবাহিকভাবে ভিন্নমত দমনের ফলে ভারত তার বহুত্ববাদী সংস্কৃতি থেকে কার্যত ছিটকে পড়েছে।
রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, ছাত্রবিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী, স্বাধীনচেতা সংবাদ সংস্থা, স্বতন্ত্র সাংবাদিক, মানবাধিকার সংগঠনসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে দমন করা হচ্ছে। তাদের নিরবচ্ছিন্নভাবে ভয় দেখানো ও নির্যাতন করা হচ্ছে।
এ কারণে নাগরিক স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দৃশ্যমানভাবে চাপের মধ্যে পড়ে গেছে। কৃষকদের বিক্ষোভ এবং বিভিন্ন সরকারবিরোধী আন্দোলনের খবর প্রকাশ করার ‘অপরাধে’ অন্য অনেকের মতো সাংবাদিক এবং আন্দোলনকর্মীদের নিশানা করা হয়েছে। রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এখনো করা হচ্ছে।
যেসব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্ল্যাটফর্ম এবং মূলধারার সংবাদপত্র মোদি সরকারের সমালোচনা করে থাকে, তাদের সরকারবিরোধী সব ধরনের কনটেন্ট তুলে নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ নিয়মিত চাপ দিয়ে থাকে। দেশের যেসব এলাকায় সরকারবিরোধী আন্দোলনকর্মীরা জড়ো হয়েছেন এবং বিক্ষোভের প্রস্তুতি নিয়েছেন, সেসব এলাকায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট এবং ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। বিরোধী নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করার পর তাঁরা যাতে কোনোভাবে জামিন না পান, সে জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইন ব্যবহার করা হচ্ছে।
এর মধ্যে সংখ্যালঘুদের অধিকার সবচেয়ে বেশি সংকুচিত হয়েছে। তাঁদের ওপর ধারাবাহিক অত্যাচার-নির্যাতনের কারণে সামাজিক ও সম্প্রদায়গত বিভেদ ও উত্তেজনা অনেক বেড়ে গেছে।
ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু দেশটিতে যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সূচনা করেছিলেন, ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী মোদি সেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অঙ্গীকার থেকে সরে এসেছেন।

তিনি শুধু হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভারতের বহুত্ববাদী উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিদ্যমান বৈষম্যকে তীব্রতর করার অনুমতি দিয়েছেন।
এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ, ভারতের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো পাস করা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)। এই আইনের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা উদ্বাস্তু নাগরিকদের নাগরিকত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মকে মানদণ্ড হিসেবে প্রবর্তন করা হয়েছে।
ওই আইনে মুসলমানদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা দেওয়া রয়েছে। এটি একটি সুদূরপ্রসারী বিশদ পরিকল্পনার অংশ মাত্র।
এই মুহূর্তে ভারতের ২০ কোটি মুসলমান (যাঁরা ১৪ শতাংশ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছেন) ক্ষমতাসীন দলের নিশানায় পড়েছেন।
অনেক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গেছে। দেশের বিভিন্ন ব্যক্তিও প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির তল্লাশিতে নিয়োজিত সংস্থা সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন বা সিবিআইকে বশ্যতা মানানোর চেষ্টায় সরকার এতটাই সফল হয়েছে যে সুপ্রিম কোর্ট এই সংস্থাকে ‘মনিবের কথা বলা খাঁচার তোতা পাখি’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।
বিজেপি তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ানো বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত দুর্নীতি তদন্তের হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। ট্যাক্স অডিট এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তদন্ত প্রায় একচেটিয়াভাবে বিরোধী নেতা-কর্মী ও সরকারের সমালোচকদের টার্গেট করে করা হচ্ছে।
ভারতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়াকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হয়। এই প্রতিষ্ঠানও বিজেপির থাবা থেকে রেহাই পায়নি। সরকারের সঙ্গে বিরোধের কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকটির দুজন গভর্নর তাঁদের চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এর ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা নিয়ে অনেকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
ভারতে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অপব্যবহারও উদ্বেগজনক অবস্থায় চলে গেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি ক্রমবর্ধমানভাবে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করেছে। তারা রাজ্য সরকারগুলোর মাথায় দেশের ট্যাক্স-রাজস্বের একটি বৃহত্তর অংশের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে বিরোধী দল-শাসিত রাজ্যগুলোতে পক্ষপাতদুষ্ট রাজ্যপাল নিয়োগ করছে। এসবের মাধ্যমে তারা আঞ্চলিক শাসক দলগুলোকে সব দিক থেকে খাটো করছে।
এমনকি ভারতের নির্বাচন কমিশনও (ইসিআই) পক্ষপাতমূলক কাজকারবারের জন্য সমালোচনার মুখে পড়ে গেছে। কিছু পর্যবেক্ষক ও নির্বাচনবিশেষজ্ঞ মনে করছেন, ইসিআই এখন সরকারের এজেন্ট ছাড়া আর কিছুই নয়।
এটি অবশ্যই নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অখণ্ডতার বিষয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। এটি ন্যায্যতা ও ন্যায়পরায়ণতাভিত্তিক গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি ইসির আনুগত্য থাকবে কি না, সেই প্রশ্নেও উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু দেশটিতে যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সূচনা করেছিলেন, ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী মোদি সেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অঙ্গীকার থেকে সরে এসেছেন। তিনি শুধু হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভারতের বহুত্ববাদী উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিদ্যমান বৈষম্যকে তীব্রতর করার অনুমতি দিয়েছেন।

এসব কাণ্ড ঘটে যাওয়ার পর ভারতকে আর গণতন্ত্রের আদর্শ বলা চলে না। একসময় বহুত্ববাদের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল অবস্থানে থাকার সুবাদে ভারত প্রশংসিত হলেও বর্তমানে দেশটি বৈশ্বিক গণতন্ত্র র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেক পেছনে পড়ে গেছে।
২০২০ সালে দ্য ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের গণতন্ত্র সূচকে ভারত ২৭তম থেকে একটানে ৫৩তম অবস্থানে নেমে গেছে। এ ছাড়া ফ্রিডম হাউস এবং ভ্যারাইটিজ অব ডেমোক্রেসি ইনস্টিটিউটের (ভি-ডেম) মতো অনেক সংগঠন ভারতকে এখন গণতন্ত্র বলা যাবে কি না, সেই প্রশ্ন তুলেছে। ভি-ডেম ভারতকে একটি ‘নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্র’ বলে আখ্যায়িত করেছে।
সরকারের সঙ্গে যেকোনো ধরনের মতপার্থক্যকে ‘দেশবিরোধী’ এবং হিন্দুত্বের যেকোনো সমালোচনাকে ‘হিন্দুবিরোধী’ দাগিয়ে দেওয়ার কাজটি বিজেপি ক্রমাগত করে যাচ্ছে। এসব করে বিজেপি তার শাসনের যেকোনো ধরনের বিরোধিতাকে অন্যায্য ও অবৈধ হিসেবে জনমনে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।
ভারতের জনসাধারণের একটি বড় অংশ এখন বিশ্বাস করে, যারা সরকারবিরোধী, তারা ভারতের জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে। এ কারণে সরকারের দমনমূলক পদক্ষেপগুলো ব্যাপকভাবে জনসমর্থন পাচ্ছে।
পিউ রিসার্চ সেন্টারের ২০২৩ সালের গ্লোবাল অ্যাটিচিউড সার্ভেতে দেখা গেছে, তাদের জরিপকারীদের প্রশ্নের জবাবে আশ্চর্যজনকভাবে ৮৫ শতাংশ ভারতীয় উত্তরদাতা বলেছেন, কর্তৃত্ববাদী শাসনকেই তাঁরা তাঁদের দেশের জন্য ভালো মনে করেন। মোট ২৪টি দেশের মধ্যে এই জরিপে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া ভারতেই সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে।
অন্যদিকে ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে যাঁরা বিশ্বাস করেন বিরোধী দলগুলোর স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম হওয়াটা অপরিহার্য, তাঁদের সংখ্যা খুবই কম।
জাতীয় স্বার্থকে হৃদয়ে ধারণ করে জাতিকে পথ দেখানো একজন অনন্য শক্তিশালী নেতা হলেন নরেন্দ্র মোদি—এই কথাকে জনমনে গেঁথে দেওয়ার জন্য মোদি নিজে ও তাঁর বিজেপি গণতন্ত্রের প্রতি জনগণের বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠাকে সুকৌশলে কাজে লাগিয়েছেন।
গণতন্ত্রের প্রতি জনবিরক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি এমন একটি ভাষ্য দাঁড় করাচ্ছে যে মোদি স্বাধীনভাবে যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তাঁর কোনো কাজে পার্লামেন্ট কিংবা বিচার বিভাগের কোনো ধরনের আপত্তি থাকতে পারে না।
এসব গণতান্ত্রিক পশ্চাদপসরণ ভারতের ২০২৪ সালে অনুষ্ঠেয় লোকসভা নির্বাচনের সম্ভাব্য অবস্থাকে উন্মোচন করে দেয়।
রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দেবাশীষ রায় চৌধুরী ও জন কিন তাঁদের যৌথভাবে লেখা টু কিল এ ডেমোক্রেসি বইয়ে বিচার বিভাগকে বিজেপির দিক থেকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেওয়া এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে ক্রমবর্ধমানভাবে সংকুচিত করাকে ‘গণতন্ত্র হত্যার’ লক্ষণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
ভারতের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কীভাবে ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, তার একটি বিশদ ও অতি উদ্বেগজনক বর্ণনা ওই বইয়ে আছে। ভিন্নমতকে অপরাধী হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া, বাক্‌স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করা এবং যেকোনো রাজনৈতিক বিরোধিতাকে কঠোর হাতে দমন করার টানা চেষ্টার মাধ্যমে বিজেপি সরকার ভারতের দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাবনার পথে একটি গুরুতর হুমকি হিসেবে কাজ করছে। তবে এত কিছুর পরও ভারতের গণতান্ত্রিক চেতনা একেবারে মরে যায়নি। এখনো দেশটির নাগরিকেরা অত্যন্ত সরবভাবে রাজনৈতিক বিতর্কে জড়িত আছেন এবং তাঁরা তাঁদের অধিকারের পক্ষে প্রচার চালাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আছেন।
সামনে সাধারণ নির্বাচন। এই ভোটের মধ্য দিয়ে প্রায় ১০০ কোটি ভারতীয় ভোটার তাঁদের দেশকে সেই পথে ফিরিয়ে আনার একটি বড় সুযোগ পাবেন যে পথে প্রায় পৌনে শতাব্দী ধরে ভারত গৌরবের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিল। এই সুযোগকে তাঁদের কাজে লাগাতেই হবে।

শশী থারুর কংগ্রেসের সাংসদ।এর আগে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল এবং ভারতের পররাষ্ট্র ও মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
(সংক্ষেপিত)

আরাশ আজিজি

নতুন ইরান কড়া নাড়ছে দরজায়, কিন্তু.../২

তেহরানের শীর্ষ একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুরকৌশলে পিএইচডিধারী এই ব্যক্তির রাজনৈতিক বক্তব্যে শুধু যে তার ইসলামপন্থী অবস্থানের কথা জানিয়েছেন তা নয়। তিনি অতীতের নির্মাণ প্রকল্প ও কীভাবে ইরানের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব, তা নিয়েও কথা বলেন।
সাঈদ মোহাম্মদ যখন ২০২১ সালে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন তাঁর বক্তৃতা ছিল জনপ্রিয় ইস্যুকেন্দ্রিক, বক্তৃতার ধরনও ছিলেন দেশপ্রেমীদের মতো। ফলে যা ঘটার তা-ই ঘটেছে। তিনি নির্বাচনে অংশ নিতে পারেননি।
তিনি ইরানিয়ান ডন ফ্রন্টের সহপ্রতিষ্ঠাতা, যাঁরা বেশ কয়েকজন সফল প্রতিদ্বন্দ্বীকে নির্বাচনে দাঁড় করাতে পেরেছেন। দলটি ইসলামিক রিপাবলিকের শাসনমন্ত্রগুলোর সমালোচনাও করছে, যদিও নিচুস্বরে। তাদের সমর্থনে অবশ্য কট্টরপন্থীরাও জিতে এসেছেন। ইরানের শক্তি কাঠামোয় গালিবাফ বা সাঈদ মোহাম্মদের মতো প্রচুর নেতা আছেন।
সরকারের বর্তমান ও সাবেক অনেক সদস্যই আয়াতুল্লাহ খামেনির অভ্যন্তরীণ ও কূটনৈতিক নীতি-কৌশলের প্রকাশ্য সমালোচনা করেছেন। ইরান ও রেভল্যুশনারি গার্ড নিয়ে গবেষণার সময়, আমি নিয়মিত এ ধরনের সমালোচনা শুনেছি। এখন এই সমালোচনা আসছে শীর্ষ কূটনীতিকদের কাছ থেকে। যার অর্থ দাঁড়ায়, তাঁদের এই ধ্যানধারণা বিশ্বাস ছড়িয়েছে অনেকটাই।

কর্পস নেতা ও অন্যান্য কট্টরপন্থী যা ভাবেন, তা-ই বলে থাকেন। তাঁরা আয়াতুল্লাহর নীতিই বাস্তবায়ন করবেন। শীর্ষ নেতা যাকে বলছেন বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্ব। কিন্তু আয়াতুল্লাহ খামেনির নীতি এত অজনপ্রিয় যে তাঁর উত্তরাধিকারী যে-ই হোন না কেন, দেশের ওপর যদি তিনি কিছুটা নিয়ন্ত্রণও রাখতে চান, তাঁকে পরিবর্তনের পথে হাঁটতেই হবে। পরিবর্তন নানাদিক থেকে হতে পারে। অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের মধ্যে একটি হতে পারে বাধ্যতামূলক হিজাব নীতিকে সহজ করে দেওয়া এবং নারী, সাহিত্য ও শিল্পের ওপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা ও বাক্‌স্বাধীনতা দেওয়া।
বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পরমাণু চুক্তিতে কিছু পরিবর্তন আসতে পারে। নীরবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শত্রুতা মিটিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি আসতে পারে। ইরান এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী মিলিশিয়াদের সমর্থন দেওয়া কমিয়ে দিতে পারে এবং সৌদি আরব ও মিসরের মতো আঞ্চলিক শক্তিগুলোর সঙ্গে চুক্তি করতে পারে। এমনকি ইসরায়েলকে ধ্বংসের যে হুমকি তারা দিয়ে আসছে, তা থেকে সরে আসতে পারে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইরান এখন ইসরায়েলের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে পারে।
আয়াতুল্লাহ খামেনির ইরান টিকে আছে এই নীতিগুলোর ওপর। এই নীতিগুলো পরিহার করলে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হতে পারে। ফলে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে, অর্থনীতিও গতি পাবে। এই উন্নয়নের ভাবনা এখনো অকল্পনীয়। কিন্তু আমাদের ইসলামিক রিপাবলিকের সাম্প্রতিক ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, অনেকেই পশ্চিমাদের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের জন্য সুপারিশ করেছেন। ২০১৫ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানির পরমাণু চুক্তির কথা মনে করুন, অথবা বর্তমান নেতৃত্ব সৌদি আরবের সঙ্গে বিরোধ মেটাতে কি উদ্যোগ নিয়েছে, তা ভেবে দেখুন।
আজকের সমস্যাসংকুল ইরানের জন্য পরিবর্তিত ইরান ভালো অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে এই পরিবর্তনের জন্য আমি ও আমার সহযাত্রীরা ২০০৯, ২০১৭, ২০১৯ ও ২০২২ সালে সরকারবিরোধী আন্দোলন করিনি। আমাদের অত্যন্ত সক্রিয় নাগরিক সম্প্রদায়, নারীবাদী, শ্রমিক ও ছাত্রসংগঠন এমন ইরানের স্বপ্ন দেখে না। তারা একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক দেশ চায়, যেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জেন্ডারভিত্তিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে। সম্ভবত নিকট ভবিষ্যতে এমন একটি পরিবর্তনই দেখতে যাচ্ছি আমরা। কারণ, সামরিক বাহিনী থেকে আসা টেকনোক্র্যাটরা অনেক বেশি সংঘবদ্ধ এবং আয়াতুল্লাহ খামেনির মৃত্যুর পর তাঁরা দ্রুতই শূন্যস্থান পূরণ করবে। তাদের জন্য বলতে চাই, শাসক কিংবা তাদের নীতিতে সামান্য পরিবর্তনে আমাদের সংগ্রাম শেষ হবে না।

আরাশ আজিজি ক্লেমসন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। হোয়াট ইরানিয়ানস ওয়ান্ট: উইমেন, লাইফ, ফ্রিডম নামক গ্রন্থের লেখক।
নিউইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত লেখাটি অনুবাদ
সমাপ্ত..

প্রথম নজর

বারুইপুরে বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রচার সায়নীর

জাহেদ মিস্ত্রী ● বারুইপুর

আপনজন: ২০২৪শে লোকসভা ভোট যুদ্ধে জোর প্রচার বারুইপুরে। সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার , ঝিরঝিরি বৃষ্টি সেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর সায়নী ঘোষ বারুইপুর পূর্বে ফুলতলা, রামনগর, উত্তরভাগ, বেলগাছি প্রচার সেরেছেন। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সায়নী ঘোষ বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে উত্তরভাগ বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে প্রচার সারলেন। সঙ্গে ছিলেন বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার ও বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তী ও রামনগর দু'নম্বর অঞ্চলের প্রধান। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সায়নী ঘোষ বলেন বৃষ্টি তৃণমূলের কাছে কিছু নাই রোদ জল বৃষ্টির মধ্যেও তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা মানুষের কাছে প্রচার করেন। আজ বলে নয় সব সময় মানুষের পাশে থেকেছে বৃষ্টি ঝড় তুফান উপেক্ষা করে প্রচার সারবেন।

সায়নী ঘোষ বলেন, শীত,গ্রীষ্ম, বর্ষা, মমতা ব্যানার্জি ই ভরসা। আমরা মমতা ব্যানার্জির দল করি বৃষ্টি আমাদের কিছু করতে পারেনা।আজ সারাদিন বৃষ্টি হলে সারাদিন আমরাও এই ভাবে প্রচার করবো।

ভোটের ঘোষণা হতেই অশান্ত হচ্ছে গলসি

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: লোকসভা ভোট ঘোষণা হতে না হতেই অশান্ত পূর্ব বর্ধমানের গলসি ২ নং ব্লকের মহড়া গ্রাম। সিপিআইএম এর এড়িয়া কমিটির সদস্য পরিবারের বাড়ি, গাড়ি, ট্রাক্টর ও যাত্রীবাহী বাসে ভাংচুর চালানোর অভিযোগ শাসক দলের লোকের বিরুদ্ধে। আর এর জেরে বেশ চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতর। সিপিআইএম এর জেলা কমিটির সম্পাদক সৈয়দ হোসেনের অভিযোগ, সিপিএম কর্মীদের যাতে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে লোকসভা ভোটের প্রচার না করতে পারে এবং গ্রামে ভোটারদের সন্ত্রস্ত করতে ওই আক্রমণ। তিনি বিষয়টি নিয়ে থানার দারস্ত হয়েছেন। তবে গলসি ২ নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি সেখ সাবিরউদ্দিন বলেন, সিপিআইএম মিথ্যা বলছে। ওটা ওদের পারিবারিক ঝামেলা দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে। পরিবারের কেউ সিপিআইএম কেউ তৃণমূল করে এটা হতে পারে। তবে রাজনৈতিক ঝামেলা নয়। যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। সিপিআইএম এর এরিয়া কমিটির সদস্যায় বিশ্বজিৎ চৌধুরীর পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, পুরনো কেশ না তোলায় রাতের বেলায় আচমকা তাদের বাড়িতে ইট পাটকেল ছোড়া হয়। তারপরই অমরনাথ চৌধুরী নেতৃত্বে ২০-২৫ জন তাদের বাড়িতে রড, লাঠি বাঁশ, ভোজালি নিয়ে হামলা চালাই। ঘটনায় তাদের পরিবারের বেশ কয়েকজন আতঙ্ক হয়েছে। এমনকি বিশ্বজিৎ বাড়িতে আসা আত্মীর চারচাকা গাড়িটি ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। তবে অমরনাথ চৌধুরী পরিবারের লোকেদের দাবি, এটা পুরনো পারিবারিক ঝামেলা। তাদের বাড়িতেই প্রথমে হামালা চালিয়েছে বিশ্বজিৎ চৌধুরী পরিবারের লোকেরা। এখন দোষ ঢাকতে নিজেদের গাড়িতে ও বাড়িতে ভাংচুর চালিয়েছে তারা। এদিকে ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

শৌচালয় থেকে যুবকের দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

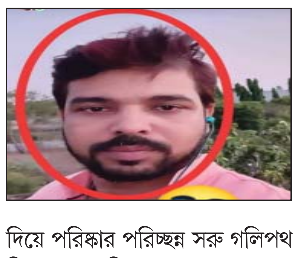

আপনজন: দুজনেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে অনেকদিন আগে। বিয়ের পরে চলতে থাকে প্রেম-কাহিনী! অবৈধ সম্পর্কের মাশুল গুনতে হলো যুবককে।মুর্শিদাবাদের রানীনগর থানার বিল-চাতরা এলাকার বাসিন্দা শামসুজ্জামান এক কন্যা সন্তানের পিতা। তা সত্ত্বেও পাড়ার এক গৃহবধূর সঙ্গে ২ বছর আগে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয় তার। স্বামী পরিযায়ী শ্রমিক হওয়ায় নার্গিস বিবি দুই সন্তান নিয়ে বাবার বাড়ি রানিতলা থানার বেগুনডিহি এলাকায় থাকতেন। সেখানেই শামসুজ্জামান বারবার যাওয়া-আসা করতে থাকে। গত ৮ ই মার্চ বোনের বাড়ি যাওয়ার নাম করে প্রেমিকার বাড়ি বেগুনডিহি পৌঁছায়। পরিবারের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ না হওয়ায় ১০ই মার্চ রানীনগর থানায় শামসুজ্জামান এর পরিবার অভিযোগ দায়ের করে। অন্যদিকে তিনদিন থেকে প্রেমিকার বাড়ি শুনশান নিস্তব্ধ হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। স্থানীয়রা লক্ষ্য করেন, যে শৌচালয়ের পাশ দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সরু গলিপথ ছিল, কয়েকদিনে তা জঙ্গল আর নোংরা আবর্জনায় ভরে উঠেছে। সোমবার রানিতলা থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।পুলিশ শৌচালয়ের চেম্বার থেকে কাঁথায় জড়ানো একটি মৃতদেহ উদ্ধার করে।

মৃতের বাবা বদিউজ্জামান ছেলের দেহ শনাক্ত করেন। তিনি বলেন, 'ওদের সম্পর্কের কথা আমরা জানতাম, ছেলেকে বুঝিয়ে বলেছিলাম। ও কথা দিয়েছিল সব ভুলে যাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকে খুন করা হলো।' বেগুনডিহির স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, 'কয়েক মাস থেকে ছেলেটি এখানে যাওয়া-আসা করতো। দিন কয়েক আগে দেহ ব্যক্তির বিয়ে হয়েছিল।'প্রেমিকার বাড়ির শৌচালয়ের চেম্বার থেকে যুবকের পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে সোমবার রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় বেগুনডিহি এলাকায়। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠায়।

সভায় শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে উন্নয়নের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ বিশ্বজিতের

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে সোমবার বনগাঁয় অনুষ্ঠিত হলো কর্মীসভা। এ দিন দলীয় নেতৃত্ব কর্মীদেরকে চাঙ্গা করতে নানান উপদেশের পাশাপাশি, বর্তমান সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের নিশানা করে একাধিক অভিযোগ তুললেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। সভামঞ্চ থেকে দেশাত্মবোধক গান গাইতেও দেখা যায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ন গোস্বামীকে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ও ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পার্থ ভৌমিক বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস , বিধায়ক বিনা মন্ডল, বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ, গোবরডাঙ্গা পৌরসভার চেয়ারম্যান শংকর দত্ত সহ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা ব্লক আঞ্চলিক নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

এ দিন পার্থ ভৌমিক কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল লোকসভা নির্বাচনে না হলে দল লোকসভা নির্বাচনের পরে তা পর্যালোচনা করবে বলেও মন্তব্য করেন। তিনি প্রতিটি বাড়িতে চারবার করে যাওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছে কর্মীদের কাছে পাশাপাশি দিল্লির জমিদারি মনোভাব এর বিরুদ্ধে বাংলার লড়াইয়ে জেতাতেও জমিদার মুক্ত করার আহবান জানিয়েছে তৃণমূল। নারায়ণ গোস্বামী অবশ্য বুথে বুথে কমিটি তৈরি করে সংগঠন মজবুত করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস এ দিন বক্তব্য রাখার সময় বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরকে টার্গেট করে একাধিক অভিযোগ এনেছেন। কেন্দ্রীয় তহবিল আত্মসাৎ, ইছামতী নদী সংস্কারের বরাদ্দ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ করেন সান্তনু ঠাকুর এর বিরুদ্ধে। মানুষের প্রতি তৃণমূল প্রার্থীর আরও পরামর্শ, তাঁরা সরাসরি শান্তনু ঠাকুরের কাছ থেকে জানতে চান যে বর্তমান সাংসদ তাঁর সাংসদ তহবিলের টাকা এলাকার উন্নয়নে কীভাবে ব্যবহার করেছেন?

বিশ্বজিৎ বলেন, "ইছামতী নদী সংস্কারের জন্য শান্তনু ঠাকুর ১০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছিলেন এবং সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য একটি ড্রেজিং মেশিনও পেয়েছিলেন। ১০ দিনের মধ্যেই সেই কাজ শেষ হয়ে যায় এবং তাতে ৫০ কোটি টাকাও খরচ হয়নি। বাকি টাকা শান্তনু ঠাকুর নিজেই আত্মসাৎ করেছেন। যদি তিনি ও তাঁর দল, মতুয়া সম্প্রদায়কে এতই ভালোবাসেন, তাহলে মতুয়াদের জন্য একটি স্কুল পর্যন্ত নির্মাণ করলেন না কেন? আর এখন ওঁরা নির্মমভাবে সিএএ কার্যকর করছেন।" এ বিষয়ে অবশ্য সাংসদ সান্তনু ঠাকুরের কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিশ্বজিৎ আরও বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার কেবলমাত্র জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে মানুষে-মানুষে বিভেদ তৈরি করতে চাইছে।" মানুষের উদ্দেশ বিশ্বজিৎ-এর বার্তা, আমি সর্বদা সততার সঙ্গে এবং একাগ্র চিত্তে নিজের কাজ করেছি।

কালিয়াচক চষে বেড়ালেন দক্ষিণ মালদার তৃণমূল প্রার্থী শাহনওয়াজ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: সোমবার কালিয়াচক চষে বেড়ালেন দক্ষিণ মালদার তৃণমূল প্রার্থী শাহনওয়াজ আলি রায়হান। বিকেলে তৃণমূলের ইফতার পার্টিতেও যোগদান করে প্রচার সারলেন। ঘরের মাটিতে তাঁকে কাছে পেয়ে আপ্লুত কর্মীরা। রেকর্ড ভোটে তিনি জিতছেন বলে আশ্বস্ত করেছেন কর্মীরা। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। সোমবার বিকেলে কালিয়াচক হাই স্কুল মাঠে ইফতার পার্টির আয়োজন করে তৃণমূল। তার আগে একটি সভাও হয়ে যায়। হাজির ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী-সহ জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বকসি, তৃণমূল জেলা যুব সভাপতি বিশ্বজিত মন্ডল, কালিয়াচকের ব্লক তৃণমূল সভাপতি সারিউল শেখ, পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি আশরাফুল বিশ্বাস প্রমুখ। এদিন প্রার্থীকে ইফতার পার্টিতে কাছে পেয়ে আপ্লুত কর্মী, সমর্থকেরা। তৃণমূল প্রার্থী শাহনওয়াজ বলেন, 'আমি এই কালিয়াচকের মাটিতে মানুষ হয়েছি। এখানকার মাঠে ক্রিকেট খেলে বড় হয়েছি। এখানকার মানুষই বলবেন, আমি ভূমিপুত্র না বহিরাগত। আমি কিন্তু জমিদার নই। সাংসদ হলে আমাদের মানুষ সব সময় কাছে পাবেন। অন্য সাংসদদের মতো নই আমি। ভোর ৫টার সময় মানুষ বিপদে পড়লে পাশে গিয়ে দাঁড়াব।' তিনি আরও জানান, ' গ্রামে গ্রামে মানুষের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। মানুষ চাইছে তাদের কথা, অভাব অভিযোগ দিল্লির কাছে পৌঁছে যাতে দিই। বর্তমান সংসদ শুধু দাদা গনিখানের নাম নিয়ে বৈতরণী পার করছে। আর তা হবে না। কালিয়াচকে এখনও একটি আন্ডারপাস হল না। কিন্তু তা ২ মিনিটেই হয়ে যাওয়ার কথা। আমি তুলে গেলে জিরো আওয়ারে তুলে ধরতে চাই, দেখি কী করে না হয়ে থাকে।' তৃণমূল জেলা তৃণমূল জেলা কমিটি তৃণমূল সুপ্রিমোর কাছে আবেদন করেছিলাম, যে এমন একজন প্রার্থী আমরা চাই, যিনি চোখে চোখ রেখে দক্ষিণ মালদার সমস্যার কথা তুলে ধরবেন। তিনি যোগ্য লোককে আমাদের প্রার্থী করে পাঠিয়েছেন। গোটা রাজ্যে অন্যতম সাংসদ হয়ে দিল্লির বুকে যাবেন আমাদের এই প্রার্থী শাহনওয়াজ আলি রায়হান।'

এজাহারুল হক স্মরণে ইফতার মজলিশে নাত, হামদ, আলোচনা সভা

নাজিমুল হক ● কলকাতা

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার হাতিয়াড়া হাই মাদ্রাসা, হাতিয়াড়া জামে মসজিদ সহ অবিভক্ত দুই ২৪ পরগনার কমপক্ষে গোটা পঁচিশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট আলেম এ-দ্বীন আলহাজ্ব এজাহারুল হক সাহেবের স্মরণ রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার হাতিয়াড়ার হক-মঞ্জিলে এক ইফতার মজলিশের আয়োজন করা হয়। এই মজলিশে উপস্থিত হন বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীসহ বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্বগণ। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন শিশু ও কিশোরেরাও। সুললিত কণ্ঠে কেরাত, হামদ, হাদিসের বাণী ছিল এদিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ। ইফতারের পর এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সমাজ জীবনে আল্লামা এজাহারুল হক সাহেবের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি কথা তুলে ধরেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এনামুল হক। এজাহারুল হক সাহেবের সহধর্মিনী ও তাঁদের দুই গুণী পুত্র নুরুল হক এবং জহুরুল হকের সরল সাদাসিধে জীবন ও মননের কথা বিস্তারিত ভাবে বলেন বর্ষিয়ান শিক্ষক নজরুল ইসলাম খান, বিশিষ্ট চিকিৎসক মইনুদ্দিন চিশতী, মাওলানা শাহজাহান আলী, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ আলী প্রমুখ। শিক্ষার বিস্তার এবং সঠিক দ্বীনের পথে চললেই পাওয়া যাবে প্রকৃত মুক্তির সন্ধান, এই আদর্শ প্রচারে সারা জীবন অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেড়িয়েছিলেন এই সমস্ত পথপ্রদর্শকেরা। তাঁদের সঙ্গে ধর্মমত নির্বিশেষে অগণিত মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল বলে এদিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন বিশিষ্ট শিক্ষক নায়ীমুল হক। আজও এঁরা আমাদের আলোকবর্তিকা হয়ে রয়েছেন এবং আগামী দিনেও থাকবেন, জোরের সঙ্গে বলেন এদিনের ইফতার মজলিশের সঞ্চালিকা নাফিসা ইসমাত।

ইফতার মজলিশকে কেন্দ্র করে এই ধরনের গঠনমূলক পারিবারিক আয়োজনে খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন বিশিষ্ট শিক্ষক গৌরাঙ্গ সরখেল, পাপ্পু মল্লিক, মোমেনা চিশতী, মনির উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

বিজেপি সাংসদ কাজ করেননি: প্রার্থী প্রসূন

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: উত্তর মালদা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ ছিলেন খগেন মুর্মু। বিগত পাঁচ বছরে এলাকায় কোন উন্নয়ন করেননি তিনি এমনকি তাকে দেখাও যায়নি। তাই মানুষ এবার এই লোকসভা কেন্দ্রে পরিবর্তন চাই। উত্তর মালদা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট প্রচারে এলেন হবিবপুর ব্লকের আইহো এলাকায়।দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রথমে আইহো কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে ভোট প্রচার। সোমবার সাত সকালে মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করলেন উত্তর মালদার তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি।এই প্রচারে সাধারন মানুষের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন। সর্বক্ষেত্রেই রাজের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেদেরকে এগিয়ে রেখেছেন।উত্তর মালদা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বলেন কেন্দ্রে বিগত পাঁচ বছর সাংসদ থাকা খগেন মুর্মুকেও এক হাত নেন।প্রার্থী বলেন আমরা বলছি কম, শুনছি বেশি। বিদায়ী সাংসদ কি কাজ করছেন তা সাধারণ মানুষের কাছে জানতে চাইছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউ বিদায়ী সাংসদের কাজের ব্যাপারে কিছুই বলতে পারছেন না। এই পাঁচ বছর সংসদকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। মানুষ তার জবাব দেবে।

করণদিঘির ছাত্রের মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘি

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের দোমোহনা পঞ্চায়েতের পূর্ব ফতেপুর এ অবস্থিত "জামিয়া আল ফুরকান" প্রতিষ্ঠানটির দ্বাদশ শ্রেণীর সার্টিফিকেট ২০২২ সালে বিশ্ব বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি মদিনা মনোওয়ারা সৌদি আরব"- এর সাথে অ্যাফিলেয়েটেড হয়।

এফিলিয়েটেড এর পরে এই প্রথমবার মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী নতুন ছাত্রের ভর্তির তালিকা প্রকাশ হয় তন্মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের একটি সৌভাগ্যবান ছাত্র কামরুল ইসলাম নূর মোহাম্মদ এর নাম রয়েছে।

ভোট নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক জেলাশাসকের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: রবিবার বিকাল ৪ টায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলাশাসকের কার্যালয়ের সভাকক্ষে আসন্ন সাধারণ লোকসভা নির্বাচন নিয়ে জেলার সাংবাদিকদের নিয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করলেন জেলাশাসক তানভীর আফজল। তিনি বলেন, তমলুক, কাঁথি, ঘাটাল ও মেদিনীপুর এই চারটি লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থীদের নমিনেশনের তারিখ ২৯ এপ্রিল থেকে ৬ মে পর্যন্ত। মনোনয়ন প্রার্থীদের যাচাই বা বাছাইয়ের শেষ তারিখ ৭ মে এবং প্রার্থী প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ৯ মে। ভোট গ্রহণ এর তারিখ ২৫ মে। গত ২২ জানুয়ারি প্রকাশিত ভোটার তালিকা অনুযায়ী তমলুক লোকসভা কেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা পুরুষ-৯ লক্ষ ৮৬ হাজার ৫২০ জন,এবং মহিলা ভোটার ৯ লক্ষ ১ হাজার ৩৯৩ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গ ২৯ জন।সব মিলিয়ে মোট ভোটার সংখ্যা ১৮ লক্ষ ৪৭ হাজার ৯৫২ জন। অপর দিকে কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৯ লক্ষ ২১ হাজার ১৫৪ জন,মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৮ লক্ষ ৭১ হাজার ৪৬০ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গ ১৩ জন ভোটার। সব মিলিয়ে মোট ভোটারের সংখ্যা ১৭ লক্ষ ৯৫ হাজার ৭১৩ জন। ১৮-১৯ বছর বয়সী তরুণ তরুণী নির্বাচকদের তালিকাভুক্ত ভোটার সংখ্যা তমলুক লোকসভা কেন্দ্রে ৫৬ হাজার ৯৯৮ জন। কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা ৫৩ হাজার ৫৬২ জন। সাংবাদিক বৈঠকে জেলাশাসক আরও জানান ভোট কেন্দ্রে ভোটার কার্ড নিয়ে যেতে হবে। অথবা আধার কার্ড, প্যান কার্ড,ব্যাঙ্ক ও পোস্ট অফিসের সেভিংস বই, ১০০ দিনের জব কার্ড ইত্যাদি নিয়ে যেতে পারবেন। সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার সৌমাদীপ ভট্টাচার্য অতিরিক্ত জেলাশাসক(উন্নয়ন) সৌভিক চট্টোপাধ্যায়,অতিরিক্ত জেলাশাসক অনির্বাণ কোলে অতিরিক্ত জেলাশাসক দিব্যা মেরুগেশন,অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক বৈভব চৌধুরী ও জেলা তথ্য সংস্কৃতিক আধিকারিক মহুয়া মল্লিক প্রমুখ।

ধূপগুড়ি মহকুমা জুড়ে রুট মার্চ জওয়ানদের

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করতে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি মহকুমা জুড়ে রুট মার্চ করল পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে অপ্রীতিকর ঘটনা রোধ করা এবং সাধারণ ভোটারদের আস্থা বৃদ্ধি করাই লক্ষ্য।

ধূপগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে ও ধূপগুড়ি পৌরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড ও বাজার এলাকায় রুট মার্চ পরিচালিত হয়। ধূপগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সমীর আহমেদ, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গেইলসন লেপচা ও ধূপগুড়ি থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে যৌথ বাহিনী এই রুট মার্চে অংশগ্রহণ করে। পুলিশ আধিকারিকরা বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ ভোটারদের সাথে কথা বলেন এবং ভোট প্রক্রিয়ায় তাদের কোন অভিযোগ আছে কিনা জানতে চান। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ভোটারদের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ক্লাসে 'দুষ্টুমি', ছাত্রীকে থাপ্পড় স্কুল শিক্ষকের!

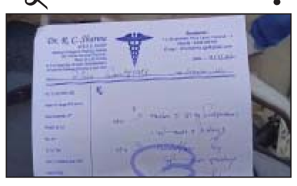

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: স্কুলে 'দুষ্টুমি' করার অপরাধে প্রিপেটারি ক্লাসের পড়ুয়া এক ছাত্রীকে গালে 'থাপ্পড়' মারার অভিযোগ উঠেছে ক্লাস টিচারের বিরুদ্ধে। সোমবার সকালে এই ঘটনায় মধ্য হাওড়ার একটি নামী বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অভিযুক্ত ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন ছাত্রীর পরিবার। জানা গেছে, সোমবার সকালে স্কুলে এসেছিল ওই শিশু পড়ুয়া। ক্লাসে 'দুষ্টুমি' করায় ক্লাস টিচার তার গালে 'থাপ্পড়' মারেন বলে অভিযোগ। ছাত্রীর পরিবারের দাবি, এতে ওই শিশুর গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসে যায়। তাকে পরিবারের লোকজন চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। ছাত্রীর পরিবারের দাবি তোলেন, অবিলম্বে অভিযুক্ত শিক্ষিকার বিরুদ্ধে স্কুলকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষ পরিবারের কাছে ঘটনার জন্য দু:খপ্রকাশ করে বলে ছাত্রীর পরিবার সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

রাজপুরে রক্তদান শিবির তৃণমূলের

বাবলু প্রামানিক ● রাজপুর

আপনজন: রাজপুর সোনারপুর পৌরসভায় ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে সুভাষগ্রাম দলীয় কার্যালয় তৃণমূল কংগ্রেসের সৌজন্যে উদ্যোগে স্বেচ্ছায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রায় শতাধিকেরও বেশি রক্তদাতা রক্ত দান করে। যেখানে গরমের শুরুতে রক্তের চাহিদা হয় হাসপাতাল গুলি সেই কথা মাথায় রেখে রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার এই রক্তদান শিবির করেন সৌরভ শিবানী ঘোষ। তিনি বলেন, প্রতিবছরের মতন এ বছরেও আমরা এই আয়োজন করেছি রক্তদান। মানুষ যখন কোন বিপদে পড়ে আমাকে একটিবার ফোন করে আমি তাদের পাশে দাঁড়াই রাত দিন এক করে মানুষের সেবায় নিযুক্ত হয়েছি। যুব কংগ্রেসের সম্পাদক সোমনাথ ঘোষ বলেন, আমরা মানুষের পাশে আছি মানুষের পাশে আছি। উপস্থিত ছিলেন রাজপুর টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শিবনাথ ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বলাই চন্দ্র বারিক প্রমুখ।

রমরমিয়ে বিক্রি চোরাই টিএমটি বার

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: নথিপত্রবিহীন দোকানে রমরমিয়ে চলছিল চোরাই টিএমটি বারের কারবার, দোকানে হানা দিয়ে হাতেনাতে পাকড়াও করল নির্দিষ্ট সংস্থার আধিকারিকরা। সংস্থার কারখানা থেকে নির্দিষ্ট স্টক পয়েন্টে যাওয়ার পথে গায়েব হয়ে যাচ্ছিল টন টন টিএমটি বার। ঘটনার তদন্তে নেমে বাঁকুড়ার মল্লেশ্বর পল্লী এলাকার একটি দোকানে হানা দিল টিএমটি বার প্রস্তুতকারী একটি সংস্থার আধিকারিকরা। দোকানদার তাঁর দোকানে মজুত টিএমটি বারের কোনো বৈধ নথি দেখাতে না পারায় খবর দেওয়া হয় বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। অভিযোগ, একটি নামি কোম্পানির টিএমটি বার যাওয়ার পথে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছিল।

অ্যাতলেতিকোকে উড়িয়ে দিল বার্সেলোনা

আপনজন ডেস্ক: অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের মাঠ বরাবরই প্রতিপক্ষের জন্য কঠিন। সেই মাঠে গিয়েই গোল উৎসব করল বার্সেলোনা। ৩-০ গোলে জিতে সেই সঙ্গে পয়েন্ট টেবিলের দুইয়ে উঠে এল কাতালানরা।

চলতি মৌসুমে এই প্রথম লিগ ম্যাচে ঘরের মাঠে হারল অ্যাতলেতিকো।

আগের ১৪ ম্যাচে ১৩টি জিতেছিল, ড্র করেছিল একটিতে। আর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা দশ ম্যাচ অপরাজিত থাকল বার্সেলোনা।

ওয়ান্দা মেট্রোপলিটনে শুরুতে নিজেদের গুছিয়ে নিতে সময় নেয় বার্সেলোনা। তবে সময় বাড়ার সঙ্গে খোলস ছেড়ে বের হয়ে আসে জাভি এর্নান্দেসের দল।

৩৮ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্সের গোল এগিয়ে দেয় বার্সেলোনাকে। মধ্যবিরতি থেকে ফিরেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রবার্ত লেভানদোস্কি। আর ৬৫ মিনিটে ব্যবধান ৩-০ হয় ফারমিন লোপেজ জালের দেখা পেলে।

২৯ ম্যাচে ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে উঠে এসেছে বার্সেলোনা। শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে এখনো পিছিয়ে আট পয়েন্টে। সমান ম্যাচে রিয়ালের পয়েন্ট ৭২। আর তিনে থাকা জিরোনার পয়েন্ট ৬২।

উত্তর দিনাজপুর জেলা আন্তঃবিদ্যালয় ভলিবলে সেরা রহাতপুর মাদ্রাসা

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘি

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর ভলিবল এন্ড বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় এবং হাই মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনায় শিশির গুহস্মৃতি প্রথম উত্তর দিনাজপুর আন্তঃ বিদ্যালয় ভলিবল চ্যাম্পিয়ন ২০২৪ এর আয়োজন ও পাশাপাশি শিক্ষা মেলা আয়োজন করা হয় রবিবার। ভলিবল টুর্নামেন্টে মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে কর্ণজোড়া হাই স্কুল এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ডালিভগাও হাই স্কুল। প্রথম স্থান অধিকার করে সমসপুর হাই স্কুল, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বাঙাল বাড়ি হাই স্কুল। এদিন শিক্ষা মেলায় বিভিন্ন প্রদশর্নীতে প্রথম স্থান অধিকার করে দোমোহনা জি.ডি মিশন, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বুড়িহান আল হুদা ব্রাইট মিশন এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে দোমোহনা এলিট একাডেমি। রহাতপুর হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক সাহিদুর রহমান এ প্রসঙ্গে জানান, আমাদের জেলায় প্রথম আয়োজিত হলো ভলিবল টুর্নামেন্ট। ভলিবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই মূল উদ্দেশ্য। ১০ টি দল অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে ৪ টি মহিলা দল ও বাকি ছয়টি ছিল পুরুষের দল। তিনি সকল পরিচালন টিমকে এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন আয়োজন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অরুপ ঘোষ, যুগ্ম সম্পাদক তথা রহাতপুর হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক সাহিদুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক মুকুল রায়, পরিচালন সমিতির সদস্য সেখ সেলিমুদ্দিন, মুনসুর আলাম, মানারুল হক সহ আরও অনেকেই।

নেপালে ক্যারাটেতে নজির মগরাহাটের দুই তরুণের

বাইজিদ মণ্ডল ● উস্তি

আপনজন: জাতীয় স্তরে ভালো ফলাফলের জন্য অনেক আশা নিয়ে বিদেশে পারি দিয়েছিলেন প্রান্তিক এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামের কিছু ক্যারাটে পাগল ছেলে। তাদের মধ্যে নেপালে আন্তর্জাতিক মানের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন, নেপালে এই ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে তৌফিক ইসলাম সিপাই এবং এস এম অসীম ইকবাল দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে সিলভার মেডেল নিয়ে বাড়ি ফিরে ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় উস্থি থানার অন্তর্গত অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ঘোলা নোয়াপারা ও কারবালার বাসিন্দা। সেখানে সিনিয়র প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন ভারত সহ সাতটি দেশ। বিজয়ীরা দুই জন বাড়ি ফিরতে তাদের পুষ্পস্তবক ও মালা দিয়ে বরণ করে নিয়ে ছিলেন তাদের পরিবারের লোকজন ও ক্যারাটে খেলার সঙ্গীরা। পাশাপাশি এদিন ইউনাইটেড শতকান ক্যারাটে এসোসিয়েশন অফ ওয়েষ্ট বেঙ্গল এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গলের শাখা জুগদীয়া স্মার্ট ক্যারাটে একাডেমির পক্ষ থেকে তাদের দুজনকে পুষ্পক, ম্যানন ও মিষ্টি মুখ ছাড়াওকিছু উপহার সামগ্রী তুলে দিলেন ইউনাইটেড শতকান ক্যারাটে এসোসিয়েশন বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট সিয়ান আর এ সরদার।

ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলকে পাঁচ গোল জুনিয়র মোহনবাগানের

আপনজন ডেস্ক: ডার্বিতে দাপট দেখাল জুনিয়র সবুজ মেরুন শিবির। তার ইস্টবেঙ্গলকে গোলের মালা পরিয়ে দিল। সোমবার ডেভলপমেন্ট লিগের ডার্বিতে করে দেখাল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের ছোটরা। ব্যারাকপুরে জুনিয়র ডার্বিতে এদিন লাল-হলুদকে পাঁচ গোল দিল সবুজ-মেরুনের ছোটরা। যদিও সিনিয়র পর্যায়ে এযাবত সর্বাধিক ব্যবধানে জয়ের রেকর্ডে এদিনও থাবা বসাতে ব্যর্থ মোহনবাগান। সুপার জায়ান্টের ছোটরা এদিন ৫-১ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গলকে। তবে, ৫-০ করতে পারেনি। জুনিয়র পর্যায়ে কোনও ডার্বিতে এ যাবৎ সবুজ-মেরুনের রেকর্ড ব্যবধানে জয় এটি।

প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে থাকার পরে দ্বিতীয়ার্ধে আরও তিনটে গোল করে মোহনবাগাননের জুনিয়ররা। একটা সময় মনে হচ্ছিল সিনিয়র পর্যায়ে মোহনবাগান যা করতে পারেনি এবার হয়ত জুনিয়র পর্যায়ে সেটাই করে ফেরবে। অতিরিক্ত সময়ে ইস্টবেঙ্গল জুনিয়রের আমন সিকে'র গোলে বাগানের সেই লক্ষ্যপূরণ হয়নি। ফলে জুনিয়অর মোহনবাগানের সিনিয়রদের রেকর্ড ভাঙা সম্ভব হল না। যদিও একরাশ লজ্জা নিয়েই এদিন মাঠ ছাড়ল লাল-হলুদের জুনিয়র ব্রিগেড।

সোমবার ব্যারাকপুরে বিভূতিভূষণ স্টেডিয়ামে ছোটদের ডার্বি দেখতে সমর্থকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। দুই দলের সমর্থকরাই ব্যানার, ফেস্টুন, ড্রাম নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রথম থেকে দুই দলই আক্রমণ প্রতিআক্রমণে প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভাঙার চেষ্টা করতে থাকে। তবে দাপট বেশি ছিল বাস্তব রায়ের ছেলেদের। ২৩ মিনিটে শিবাজিৎ সিং প্রথমে গোল করে মোহনবাগানকে এগিয়ে দেন। পিছিয়ে পড়ে আক্রমণের চাপ বাড়াতে থাকে ইস্টবেঙ্গল।

পালটা আক্রমণে ব্যবধান বাড়ানোর চেষ্টায় ছিল মোহনবাগানও। ৪৩ মিনিটে দ্বিতীয় গোল সবুজ-মেরুনের। টাইসন সিং দ্বিতীয় গোল করেন। বিরতির পরে খেলার শুরু হওয়ার তিন মিনিটের মধ্যে ফের এগিয়ে যায় মোহনবাগান। এবার গোল সুহেল আহমেদ ভাটের। চোট সারিয়ে ফিরে ছন্দে সবুজ-মেরুনের এই কাশ্মীরি স্ট্রাইকার। ৬৭ মিনিটে দলের চার নম্বর এবং নিজের দ্বিতীয় গোল করেন সুহেল।

অন্যদিকে, তিন নম্বর গোলের পরেই ইস্টবেঙ্গল ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল। একটা সময় পুরো খেলাটাই হচ্ছিল ইস্টবেঙ্গলের অর্ধেক।

ফলশ্রুতিতে ৮২ মিনিটে মোহনবাগানের পাঁচ নম্বর গোল। গোলদাতা দীপেন্দু বিশ্বাস। এই সময়ে সমর্থকরা পাঁচ গোলে জয়ের আনন্দের চেয়েও প্রতিশোধের আনন্দে উৎসব করতে থাকেন। এমনকী ৬নম্বর গোল করার চেষ্টা করতে থাকে মোহনবাগান।

অন্যদিকে, লজ্জা বাঁচাতে ব্যবধান কমাতে চেষ্টা করতে থাকে ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ের শেষ মিনিটে আমন সিকে গোল করে মুখরক্ষা করেন। পাঁচ গোল হজম করে কান্নায় ভেঙে পড়েন ইস্টবোঙ্গলের গোলরক্ষক রণিত সরকার। তাঁকে সান্ত্বনা দেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট কোচ বাস্তব রায়। তাঁর মতে, এদেশেই পাঁচ গোল নিয়ে মাতামাতি হয়। এখন বিশ্বে আকছাড় হয় পাঁচ গোল। জুনিয়র দল। ওরা ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ফিরে আসবে। এবার ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট লিগে চারটে দল পরের পর্বে যাবে। লড়াই করছে ছয়টি দল। তাই পরের ম্যাচে জেতা পাখির চোখ। না-হলে গোল পার্থক্যের সুবিধা পাওয়া যাবে না।

১২১ মিনিটে 'অচেনা' দিয়ালোর গোল, লিভারপুলকে বিদায় করে সেমিফাইনালে ইউনাইটেড

আপনজন ডেস্ক: ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ৪ : ৩ লিভারপুল

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড–লিভারপুল ম্যাচ কেন মহারণতুল্য কিংবা ইংলিশ ফুটবলের সবচেয়ে জনপ্রিয় লড়াই, এ নিয়ে নতুন করে ব্যাখ্যা দেওয়ার কিছু নেই। এরপরও সদ্য কোনো উদাহরণ যদি দিতে হয়, তাহলে বিবিসি অনলাইনে আজকের ম্যাচে ১ লাখেরও বেশি পাঠকের একই সময়ে সরাসরি ধারা বিবরণীতে যুক্ত থাকাই এর মাহাত্ম্য বোঝাতে যথেষ্ট। অন্য সংবাদমাধ্যমগুলোর হিসাব না হয় বাদই থাকল।

'স্বপ্নের রঙ্গমঞ্চ' ওল্ড ট্রাফোর্ডে আজ হলোও এক ধ্রুপদি লড়াই। বহু বাঁক বদলের সেই লড়াইয়ের নায়ক 'অচেনা' আমাদ দিয়ালো। ম্যাচের ১২১ মিনিটে, মানে অতিরিক্ত সময়ের যোগ করা সময়ে আইভরি কোস্টের এই তরুণের গোলেই লিভারপুলকে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

৭ গোলের থ্রিলার শেষ হওয়ার ১৫ মিনিটের মধ্যে সেমিফাইনালের ড্রও অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে ইউনাইটেড পেল আসরের চমক কভেন্ট্রি সিটিকে। আরেক ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি খেলবে চেলসির বিপক্ষে। শেষ চারের দুটিই ম্যাচই হবে আগামী ২০ এপ্রিল।

দুই দফা পিছিয়ে পড়া ইউনাইটেড ম্যাচটা আরও আগেই জিতে যেতে পারত। কিন্তু নির্ধারিত ৯০ মিনিট পর যোগ করা সময়ে লিভারপুল গোলকিপার কুইভিন কেলেহারকে একা পেয়েও অবিশ্বাস্য মিস করেন মার্কাস রাশফোর্ড। ২-২ সমতায় থাকা ম্যাচটা তাই গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে।

ম্যাচের ১০৫ মিনিটে হার্ভি এলিয়টের গোলে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে যায় লিভারপুল। তবে ৭ মিনিট পরেই সমতা ফিরিয়ে আগের ভুলের 'প্রায়শ্চিত্ত' করেন রাশফোর্ড। রোমাঞ্চের ডালি বিছানো ম্যাচের নিষ্পত্তি টাইব্রেকারে হতে চলেছে বলে যখন মনে হচ্ছিল, ঠিক তখনই ওল্ড ট্রাফোর্ডকে উৎসবের উপলক্ষ এনে দেন দিয়ালো।

ইউনাইটেড খেলোয়াড়দের সেমিফাইনালে ওঠার আনন্দ ইউনাইটেড খেলোয়াড়দের সেমিফাইনালে ওঠার আনন্দএক্স অনেকটা আক্রমণের ধারার বিপরীতে বল পেয়ে ছুটতে থাকেন আলেহান্দ্রো গারনাচো। তাঁর সামনে কনোর ব্রাডলি বাধা হয়ে দাঁড়ালেও চারপাশ ছিল অরক্ষিত। সুযোগ বুঝে গারনাচো বল বাড়ান তাঁর বাঁ দিকে থাকা দিয়ালোকে। বক্সে ঢোকার পরেই বাঁ পায়ের কোনাকুনি শটে গোলকিপার কেলেহারকে ফাঁকি দেন দিয়ালো।

৮৪ মিনিটে রাফায়েল ভারানের বদলি নামেন 'অচেনা' এই তরুণ। ২০২১ সালে ইউইনাইটেডে যোগ দিলেও বেশিরভাগ সময় রেঞ্জার্স ও সান্ডারল্যান্ডে ধারে খেলেই কাটিয়েছেন। দীর্ঘ দিন হাঁটুর চোটে ভোগা এই উইঙ্গার এ মৌসুমে আজ নিয়ে খেলতে নামার সুযোগ পেলেন মাত্র চতুর্থবার। আজই সম্ভবত পেয়ে গেলেন ক্যারিয়ারের সবচেয়ে মূল্যবান গোলটা।

এমন বড় মঞ্চে জয়সূচক গোল পাওয়ার পর যে কারও বুনো উদ্যাপনে মেতে ওঠার কথা। দিয়ালো তেমনটা না করলেও আনন্দে জার্সি খুলে ফেলেন। নিয়ম অনুযায়ী, রেফারি তাঁকে হলুদ কার্ড দেখান।

এর কিছুক্ষণ আগে ভার্জিল ফন ডাইককে দ্রুত ফ্রি কিক নিতে বাধা দিয়ে দেখেন আরেক হলুদ কার্ড। দুই হলুদ কার্ড মিলিয়ে লাল কার্ড হওয়ায় মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে। কিন্তু এর আগে কাজের কাজটা করে ফেলায় মাঠ ছাড়ার সময় বীরোচিত সম্মানই পেয়েছেন। সমর্থকেরা দাঁড়িয়ে করতালি দিয়েছেন, টানেল ধরে যাওয়ার সময় সাপোর্ট স্টাফদের সদস্যরা পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন।

ম্যাচের ১০ মিনিটে স্কট ম্যাকটমিনের গোলে ইউনাইটেডই এগিয়ে গিয়েছিল। তবে অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার ও মোহাম্মদ সালাহর গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় লিভারপুল। ৮৭ মিনিটে আন্তোনির গোলে ইউনাইটেড সমতা ফেরালে খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। এর পরের গল্পটা তো আগেই জানানো হয়েছে।

এ হারে লিভারপুল শুধু এফএ কাপ থেকে ছিটকেই পড়ল না, ইয়ুর্গেন ক্লপকে বিদায়ী উপহার হিসেবে মৌসুমের সম্ভাব্য সব শিরোপা এনে দেওয়ার যে আশাবাদ খেলোয়াড়েরা ব্যক্ত করেছিলেন, সেই সম্ভাবনাও শেষ হয়ে গেল।

'নো-লুক' শটে রশিদের ছক্কা

আপনজন ডেস্ক: ম্যাচে ৪ ওভার হাত ঘুরিয়ে মাত্র ১৪ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। ব্যাট হাতে ১২ বলে ৪ বার সীমানার বাইরে বল পাঠিয়ে তুলেছেন ২৫ রান। রশিদ খানের এমন অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের ম্যাচে আফগানিস্তান আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে জিতেছে ১০ রানে। তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজে যা ১-১ সমতাও নিয়ে এসেছে।

তবে কাল রাতে শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সবচেয়ে আলোচিত মুহূর্ত সম্ভবত একটি শট। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে রশিদ খানের একটি ছক্কা। আইরিশ পেসার ব্যারি ম্যাকার্থির বলে রশিদ যে ছয়টি মেরেছেন বলের দিকে না তাকিয়েই। ক্রিকেটের ভাষায় 'নো-লুক শট'।

ঘটনা আফগানিস্তানের ব্যাটিংয়ের ১৮তম ওভারের শেষ বলের। ম্যাকার্থি লো ফুলটস করেছিলেন মিডল-লেগ স্টাম্পে। রশিদ কোনো দিকে না নড়ে, বলের দিকে না তাকিয়ে শুধু ব্যাটটাকে সুইপের জন্য পেতে দেন। বল চলে যায় ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগ দিয়ে গ্যালারিতে। বল কোন দিকে গেল, কোথায় পড়ল, দেখার জন্য মুখই ঘোরাননি রশিদ। গ্যালারি থেকে দর্শকদের উল্লাসই তাঁকে বলে দিচ্ছিল বলের গন্তব্য। জায়গায় দাঁড়িয়ে না তাকিয়ে খেলা 'নো-লুক শট'টিতে ফুটে ওঠে রশিদের প্রবল আত্মবিশ্বাস।

শট খেলার ধরন আর শটের পর রশিদের 'এ আর এমন কি' মনোভাবের দৃশ্যটিতে মজা পেয়েছেন অনেকেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তাই রীতিমতো ভাইরাল রশিদ খানের 'নো-লুক শট'-এর ছক্কার ভিডিও। ক্রিকেট দর্শক-সমর্থকেরা তো বটেই, রশিদের শটের ভিডিও শেয়ার করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড, ইএসপিএন ক্রিকইনফো, ক্রিকবাজ, ক্রিকেটডটকমসহ প্রাতিষ্ঠানিক এক্স হ্যান্ডলগুলোও।

আফগান ক্রিকেট বোর্ড রশিদের 'নো-লুক শটে'র ক্যাপশনে লিখেছে, 'রশিদ খান রশিদ খানই। এমন কিছু আমরা আগেও দেখেছি।' রশিদ খান এর আগে এ ধরনের শট খেলেছিলেন ২০২২ পিএসএলে সালমান ইরশাদ ও ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে মিচেল স্টার্কের বলে। তবে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গতকাল রাতের শটটিই ছিল সবচেয়ে দাপুটে।

আফগানিস্তান-আয়ারল্যান্ড সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিটি হবে আজই।

তুরস্কে ফুটবল মাঠে ঢুকে খেলোয়াড়দের মারপিট প্রতিপক্ষ সমর্থকদের

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের শীর্ষ লিগে চলতি মৌসুমে মারামারি আর সংঘর্ষ যেন নিয়মিত ঘটনা হয়ে উঠেছে। গতকালও এক ম্যাচে ত্রাবজনস্পোরের সমর্থকেরা মাঠে ঢুকে ফেনেরবাচের খেলোয়াড়দের ওপর আক্রমণ করেছেন।

ফেনেরবাচে ৩-২ গোলে ম্যাচ জয়ের পরপরই মাঠে ঢুকে যান স্বাগতিক ত্রাবজনস্পোরের সমর্থকেরা। ঘটনার সময় তোলা বিভিন্ন ছবিতে দেখা গেছে, ত্রাবজনস্পোরের একদল সমর্থক মাঠে ঢুকে জয়ের উচ্ছ্বাস করতে থাকা ফেনেরবাচের খেলোয়াড়দের দিকে দৌড়ে যাচ্ছেন। কেউ কেউ খেলোয়াড়দের মারতেও উদ্যত হন। ফেনেরবাচের খেলোয়াড়েরাও কয়েকজন সমর্থকের দিকে তেড়ে যান। এ সময় ত্রাবজনস্পোরের আরও সমর্থক মাঠে ঢুকে যান। ভিডিওতে দেখা যায়, ফেনেরবাচের বেলজিয়ান ফুটবলার মিচি বাতসুয়াই এক সমর্থককে লাথি মারছেন। একই সময় দলটির নাইজেরিয়ান খেলোয়াড় ব্রাইট ওসাই-স্যামুয়েল ঘুষি মেরেছেন ত্রাবজনস্পোরের এক সমর্থককে। ত্রাবজনস্পোরের সমর্থকেরাও থেমে থাকেননি। এক সমর্থক কর্নার ফ্লাগ হাতে নিয়ে ফেনেরবাচের এক খেলোয়াড়কে শাসাতে থাকেন। একজন তো ফেনেরবাচের গোলকিপার দমিনিকের মুখে ঘুষি বসিয়ে দেন।

ওয়াটসনের ১ দিনের বেতন ১৫ লাখ টাকা

আপনজন ডেস্ক: পিসিবির প্রস্তাবে রাজি হলে তিনি হতেন পাকিস্তান জাতীয় দলে সবচেয়ে বেশি বেতন পাওয়া কোচ। কিন্তু শেন ওয়াটসন নিজেই সেই 'সুযোগ পায়ে ঠেলেছেন', ফিরিয়ে দিয়েছেন প্রস্তাব। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমের দাবি, পাকিস্তান জাতীয় দলে না হলেও পিএসএলে বেতনের রেকর্ড গড়ে ফেলেছেন ওয়াটসন। অস্ট্রেলিয়ার এই সাবেক ক্রিকেটার এবার পিএসএলে কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটরসের কোচ ছিলেন। টুর্নামেন্টে প্রতিদিনের জন্য ১৫ লাখ পাকিস্তানি টাকা বেতন পেয়েছেন ওয়াটসন। ভারতীয় মুদ্রায় অঙ্কটা প্রায় ছয় লাখ টাকা। পাকিস্তানের এক্সপ্রেস ট্রিবিউন জানিয়েছে, কোয়েটার কোচ হিসেবে মোট ১ লাখ ৫০ হাজার ডলার পেয়েছেন ওয়াটসন। পাকিস্তানি মুদ্রায় অঙ্কটা ৪ কোটি ২০ লাখ টাকা। ছয় দলের পিএসএলে কোয়েটা চতুর্থ দল হিসেবে প্লে-অফে উঠেছিল। তবে এলিমিনেটরে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের কাছে হেরে দলটি আর সামনে এগোতে পারেনি। কোয়েটার কাজে ওয়াটসন পাকিস্তানে অবস্থান করেছেন মোট ২৮ দিন। মোট পারিশ্রমিক ও পাকিস্তানের অবস্থানের সময় অনুসারে প্রতিদিনের জন্য ১৫ লাখ টাকা বেতন নিয়েছেন তিনি। এক্সপ্রেস ট্রিবিউন জানিয়েছে, পিএসএলে আর কোনো কোচ কখনোই এত বেশি পারিশ্রমিক পাননি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিংবদন্তি ভিভ রিচার্ডস কোয়েটার 'মেন্টর' হিসেবে এর আগে পেতেন এক লাখ মার্কিন ডলার। তবে করোনা মহামারি শুরুর পর সেটি ৭৫ হাজার মার্কিন ডলারে নেমে আসে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**

Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**